কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

# পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা

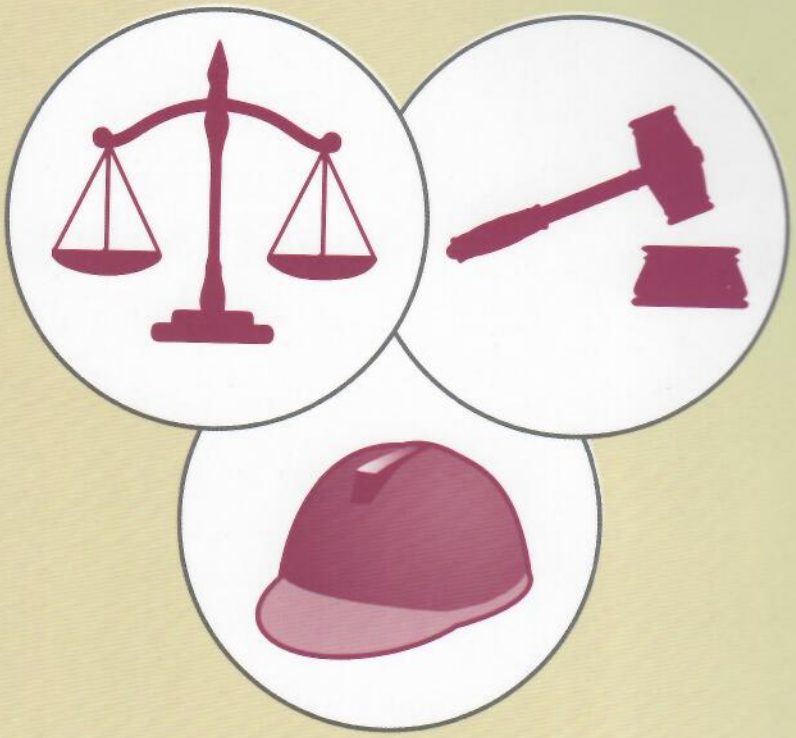

নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ নীতিমালাটি বাস্তবায়িত হলে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং শিল্পসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হবে।

এই পুস্তিকা থেকে আপনি জানতে পারবেন :

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা
- আইন
- বিধি

এই পুস্তিকাটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কিট-এর অন্তর্গত।

# পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা

## পটভূমি

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষাসহ উৎপাদন ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে। সে সঙ্গে শিল্প ও কলকারখানাসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কর্মস্থলে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা এখনো গৃহীত হয়নি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার বিষয়টি একটি মাল্টি সেক্টরাল ইস্যু। কাজেই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সম্মিলিত আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রধান স্টেকহোল্ডার্স মালিক এবং শ্রমিক। উভয়ই পারস্পরিকভাবে সুবিধাভোগী। শ্রমিকের শ্রমের ওপর মালিকের ব্যবসা নির্ভরশীল। অন্যদিকে মালিকের ব্যবসার সঙ্গে শ্রমিকের জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত। কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের মৃত্যু, মারাত্মক জখনপ্রাপ্ত হওয়া বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শ্রমিক পরিবারে নিদারুণ দুর্ভোগ নেমে আসে। অন্যদিকে পেশাগত দুর্ঘটনা বা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শ্রমিকের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তদুপরি নতুন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন/কার্যসম্পাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, সেসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সুনামও বিনষ্ট হয়। কাজেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে মালিকের "হেলদি ওয়ার্কপ্লেস" (Healthy Workplace), "ডিসেন্ট ওয়ার্ক" (Decent Work) ও "গ্রীণ জবস" (Green Jobs) নিশ্চিত করার জন্য কিছু আর্থিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হলেও পরিশেষে মালিক এ উদ্যোগের ফলে লাভবানই হয়ে থাকেন। মুক্তবাজার ভিত্তিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশীয় শিল্পসমূহের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। আর এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির সাথে কর্মস্থলের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। কাজেই সরকারি এবং বেসরকারি সকল পর্যায়ে কর্মস্থলের নিরাপদ পরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের আইন ও পরিবেশগত উদ্যোগ ও বিনিয়োগ একান্ত আবশ্যক এবং তা সকল পক্ষের জন্য কল্যাণকর। অধিকাংশ পেশাগত দুর্ঘটনা ও মৃত্যু এড়ানো সম্ভব যদি মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকগণ কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে সজাগ থেকে তা হ্রাস করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের শ্রমিকগণ সাধারণত শিক্ষা ও জ্ঞানে অনগ্রসর। কাজেই মালিকপক্ষের/প্রতিষ্ঠানেরই এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও শ্রমিকদেরকে সেই নিরাপত্তা উদ্যোগে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া কর্তব্য। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা সমন্বয়পূর্বক পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক এবং তদারকি ভূমিকা পালন করা সরকারের দায়িত্ব। নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭, অনুচ্ছেদ ১৪ এবং অনুচ্ছেদ ২০ এ সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭, ১৬১, প্রোটোকল ১৫৫ এবং সুপারিশমালা ১৬৪ ও ১৯৭ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত অভিবাসী শ্রমিক কনভেনশন ১৯০, সম্প্রতি ঘোষিত আইএলও কনভেনশন ১৮৯ এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাও অন্যতম দলিল। অধিকন্তু ২০০৭ সনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ষাটতম সম্মেলন Global Plan of Action of Workers Health 2008-2017 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫টি উদ্দেশ্য (Objective) নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের বৈশ্বিক, নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতার আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার গুরুত্ব অপরিসীম। এ নীতিমালাটি বাস্তবায়িত হলে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং শিল্পসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হবে।

## নীতিমালার অধিক্ষেত্র

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতভুক্ত শিল্প, কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিখাত, কৃষিভিত্তিক খামার ও অন্যান্য সকল কর্মস্থল এর আওতাভুক্ত।

## নীতিমালার লক্ষ্য

নীতিমালার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির কর্মপরিবেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন, যাতে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু, জখম হওয়া বা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায় এবং সেসঙ্গে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও বৈশ্বিক দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়।

### (ক) নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতাসমূহ (Obligations)

১. কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত বিভিন্ন কনভেনশন/ঘোষণা/রিকমন্ডেশন/দলিল এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. নিরাপদ কর্মস্থল ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয়ভাবে প্রণীত বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ।

৩. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি চিহ্নিত করা।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আওতাভুক্ত সকল কর্মস্থলে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে প্রাক অবহিত করা।

৫. প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্ত, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬. ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থ/দ্রব্যাদি পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৭. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮. সংগৃহীত তথ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

৯. কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর ব্যবস্থা করা।

১০. পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে সক্ষম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১১. দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১২. ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন করা।

১৩. সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা ও কার্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা।

১৪. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় মান (National Standards) নির্ধারণ করা।

১৫. সময়ে সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত সকল আইন পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা

# স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা/দায়িত্ব (Stakeholders Responsibility)

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বহুমাত্রিক ও ব্যাপক। কাজেই এ প্রচেষ্টার সাফল্য সকল স্টেকহোল্ডাদের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভরশীল। উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডাদের ভূমিকা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের প্রাথমিক দায়িত্ব বিন্যাস নিম্নে উল্লেখ করা হল:

## (ক) সরকারের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী

এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হবেঃ

১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি এবং ঝুঁকিপূর্ণ অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করা।

২. জাতীয় নীতিমালা ও আইনী কাঠামোর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৩. জাতীয় আইন ও বিধি-বিধানসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত টেকসই কর্মকৌশল গ্রহণ করা।

৪. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল তৈরী করা।

৫. স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬. জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও অনুরূপ অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা।

৭. কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা, বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা নারী শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলে বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

৮. পেশাগত ও সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এতদ্‌বিষয়ে জরিপ/গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৯. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

১০. নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি বিশেষজ্ঞ তৈরীর ব্যবস্থা ও কর্মস্থলে নিয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

১১. পেশাগত ব্যাক্তি সনাক্তকরণে সক্ষম বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

১২. দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন করা।

১৩. সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা ও কার্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা।

১৪. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত বিভিন্ন ইসুতে জাতীয় মান (National Standards) নির্ধারণ করা।

১৫. দেশের বিভিন্ন শ্রমঘন স্থানে শ্রম আদালত স্থাপন যাতে শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের সরণাপন্ন হতে পারে।

১৬. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফের বিষয়টি বিবেচনা করা।

১৭. ঝুঁকিপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৮. এ নীতিমালার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা আহ্বান, সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডাদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান।

১৯. জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, নির্মাণ কাজ, পোশাক শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, রাইসমিল, রি-রোলিং মিল, পরিবহন খাত, বিকাশমান খনি শিল্প ও অন্যান্য দুর্ঘটনা প্রবণ শিল্পের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা হ্রাসে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

২০. সময়ে সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত সকল আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।

২১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কিত আইএলও (ILO) কনভেনশনগুলোকে অনুসমর্থন করা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর এ সংক্রান্ত ঘোষণা এবং নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২২. সরকারি নির্মাণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতি অনুসরণ নিশ্চিত করার শর্ত আরোপ করা।

২৩. অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর সাথে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন খাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের প্রচলন এবং সর্বোত্তম অনুশীলনকে স্বীকৃতি প্রদান।

২৪. যে সকল প্রতিষ্ঠান পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আইন অনুসরণ ও চর্চা করে তাদেরকে অধিকতর আর্থিক সহযোগিতা করা।

২৫. প্রতি বছরের ২৮ এপ্রিল-এ 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপন।

২৬. সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রচারণা চালানো।

২৭. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

২৮. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দেশে ও বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২৯. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে একত্রে কাজ করা।

৩০. সরকারি বড় বড় হাসপাতালসমূহে পেশাগত ব্যাধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পৃথক ইউনিট স্থাপন করা।

৩১. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা ইনস্টিটিউট যেন অন্যান্য কাজের মধ্যে কর্মজনিত রোগ নিয়ে গবেষণা, প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান এবং কর্মজনিত রোগীদের বিশেষভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা দিতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩২. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩৩. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পদিরদর্শন পরিদপ্তরে পরিদর্শক পদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩৪. পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেল্‌থ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

## (খ) মালিক সংগঠনের/সমিতির ভূমিকা/দায়িত্বাবলী

১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, শ্রম আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান বাস্তাবায়নে মালিকগণকে উৎসাহিত করা।

২. সদস্য সংগঠনসমূহকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ প্রদান এবং সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. নীতিমালা বাস্তবায়নে লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক নির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন মনিটর করা।

৪. নীতিমালা বাস্তবায়নকারী মালিকদের গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং বিশেষ প্রণোদনা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৫. ত্রিপক্ষীয় ফোরামে এবং বাংলাদেশ শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল-এর কাজে অংশগ্রহণ করা।

৬. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭. মালিক সংগঠনসমূহের বিশেষ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট/সেল গড়ে তোলা। উক্ত ইউনিট/সেল কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে হালনাগাদ করা এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৮. প্রত্যেক মালিককে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

৯. প্রত্যেক মালিক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

১০. দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১১. ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এর কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাকে কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

১২. কর্মস্থলে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি সনাক্তকরণে (work place related diseases/occupational health problem) নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার (Periodic Medical Examination) ব্যবস্থা করা।

১৩. পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেল্‌থ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

## (গ) ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী

১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত আইন এবং শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মস্থলের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা ও শ্রমিক কর্মচারীদের অবহিত করা।

২. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আইন মেনে চলার প্রতি ইউনিয়নের সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও সেইফটি লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৪. প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নে একটি সেইফটি ইউনিট গড়ে তোলা যার দায়িত্ব হবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে হালনাগাদ করা এবং কর্মচারীদের পক্ষে সরকার ও নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা।

৫. স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক এবং ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা।

৬. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

৭. পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেল্‌থ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

## (ঘ) নিয়োগকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী

১. কারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা মানদণ্ড নিশ্চিত করা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত সকল মানদণ্ড ও বিধি-বিধান এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

২. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা এবং কর্মস্থলে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি ঝুঁকি সম্পর্কে প্রাক অবহিত করা।

৩. প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪. ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থ/দ্রব্যাদি পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য (দুর্ঘটনার সংখ্যা, জখম হওয়ার সংখ্যা, অঙ্গহানির সংখ্যা, রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানির সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা, চিকিৎসা পাওয়ার সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সংখ্যা, এ সংক্রান্ত মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬. সংগৃহীত তথ্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা।

৭. প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা নির্দেশনা প্রদান এবং যখন কর্মক্ষেত্রে অন্য কোনভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় তখন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment- PPE) সরবরাহ করা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৮. নিরাপদ কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুশীলন নিশ্চিত করা।

৯. কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১০. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতি প্রণয়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১১. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা।

১২. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষা বিষয়ক সকল আইনী বিধান মেনে চলা, বিশেষ করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধি, বয়লার আইন, বিস্ফোরক আইন, পরিবেশ আইন, বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১৩. দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১৪. কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১৫. সরকার এবং মালিক সংগঠন কর্তৃক এ বিষয়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশনা প্রতিপালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৬. পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে অক্যুপেশনাল হেল্‌থ সার্ভিলেন্স (surveillance) কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

## (ঙ) শ্রমিক-কর্মচারীদের ভূমিকা/দায়িত্বাবলী

১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষ/নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলা এবং সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (PPE) ব্যবহার করা।

২. নিজের ও সহকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটির প্রতি যত্নবান হওয়া।

৩. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।

৪. পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সকল সুযোগ গ্রহণ এবং প্রাপ্ত জ্ঞান দৈনন্দিন কাজে প্রয়োগ করা।

৫. স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যা অনুভূত হলে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।

৬. কর্মক্ষেত্রে কোন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা পরিলক্ষিত হলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

# বাস্তবায়ন কর্মকৌশল

১. স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় এ নীতিমালাকে বাস্তবায়ন করার মূল দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট করে সরকারি ও বেসরকারি সকল স্টেকহোল্ডারদের যুক্ত করে সমন্বিতভাবে এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে হবে।

২. এ নীতিমালা অনুমোদনের ছয় মাসের মধ্যে সরকার নীতিমালার লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

৩. উক্ত কর্মপরিকল্পনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করবে, মালিক সংগঠন/সমিতি এ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মালিক/কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং শ্রমিক সংগঠন/সমিতিসমূহ এ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসহ সময়ভিত্তিক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪. জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মালিক সংগঠন/সমিতি সরকারের আহ্বানে তাদের বাৎসরিক কর্মসূচি সরকারের নিকট দাখিল করবে। তদ্রুপ শ্রমিক সংগঠন/সমিতিও তাদের কর্মসূচি দাখিল করবে।

৫. সকল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে (উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ) আলোচনার ভিত্তিতে সরকারের গৃহীতব্য কার্যক্রম, মালিক সংগঠন/সমিতি কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম এবং শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রমের সমন্বয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action) প্রণয়ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে মনিটর করবে।

৬. এ নীতিমালার আওতায় গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাভুক্ত সরকারির কর্মকাণ্ড, মালিক সংগঠন/সমিতি এবং শ্রমিক সংগঠন/সমিতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবে।

৭. এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাজের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি ছোট আকারের স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হবে।

৮. সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ে সক্রিয়/অ্যাকটিভিস্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি বাৎসরিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী বছরের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করবে এবং জাতীয় শিল্প ও নিরাপত্তা কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

৯. এ নীতিমালা ও গৃহীতব্য কার্যক্রম/স্কিমমূহ বাস্তবায়নের সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করবে।

১০. এ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকার চলমান বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী গঠিত 'জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল', সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন', 'আইইবি', 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা', 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ইত্যাদি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

১১. প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।

## উপসংহার

বাংলাদেশ চলমান পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের একটি অংশ। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হবে। এক্ষেত্রে কর্মক্ষম শ্রমিক, নিরাপদ কর্মস্থল ও উন্নত পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মস্থল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বহির্বিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সার্বিক বিবেচনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইস্যু সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিবেচনা করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মিকাইল শিপার
সচিব

# পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধানসমূহ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫

পঞ্চম অধ্যায়: **স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা**

## ধারা ৫১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং কোনো নর্দমা, পায়খানা বা অন্য কোনো জঞ্জাল হইতে উত্থিত দূষিত বাষ্প হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে, এবং বিশেষ করিয়া-

(ক) প্রতিষ্ঠানের মেঝে, কর্মকক্ষ, সিঁড়ি, যাতায়াতের পথ হইতে প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়া ময়লা ও আবর্জনা উপযুক্ত পন্থায় অপসারণ করিতে হইবে;

(খ) প্রত্যেক কর্মকক্ষের মেঝে সপ্তাহে অন্তত একদিন ধৌত করিতে হইবে, এবং প্রয়োজনে ধৌত কাজে জীবাণুনাশক ব্যবহ করিতে হইবে;

(গ) যে ক্ষেত্রে কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে কোনো মেঝে এমনভাবে ভিজিয়া যায় যে, ইহার জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিঁড়ি, যাতায়াতপথ-

(১) রং অথবা বার্নিশ করা থাকিলে, প্রত্যেক তিন বৎসরে অন্তত একবার পুনরায় রং বা বার্নিশ করিতে হইবে,

(২) রং অথবা বার্নিশ করা এবং বহির্ভাগ মসৃণ হইলে, প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থা পরিষ্কার করিতে হইবে;

(৩) অন্যান্য ক্ষেত্রে, প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার চুনকাম বা রং করিতে হইবে, এবং

(ঙ) দফা (ঘ) তে উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করার তারিখ বিধি দ্বারা নির্ধারিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

## বিধি

**৪০। ময়লা আবর্জনা অপসারণ**

(১) ধারা ৫১(ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ময়লা ও আবর্জনা অপসারণের উপযুক্ত পন্থা হিসেবে ধারণা দেয়া বাক্সে উহা অপসারণ করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত আবর্জনা হইতে দুর্গন্ধ বা জীবাণু বিস্তার করিতে না পারে।

(২) ধাতব পদার্থ, উৎকট গন্ধময় আবর্জনা, রাসায়নিক আবর্জনা ও মেডিকেল আবর্জনা ভিন্ন ভিন্ন বক্সে প্রতিদিন নিয়মিত অপসারণ করিতে হইবে।

**৪১। ধৌতকরণ**

ধারা ৫১(খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক কর্ম কক্ষ নিম্নরূপভাবে ধৌত করিতে হইবে, যথা :

(ক) অবস্থা ভেদে এবং কাজের প্রকৃতি ভেদে উহা পানি দ্বারা ধৌত অথবা রাসায়নিক পদার্থ, তরল বা সল্যুশোন দ্বারা জীবাণুনাশ করা;

(খ) অবস্থা ভেদে ভিজা কাপড় দ্বারা মুছিয়া নেওয়া;

(গ) প্রয়োজনবোধে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা।

**৪২। পানি নিষ্কাশন** :- ধারা ৫১ (গ) অনুযায়ী উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে মেঝে বা কর্মকক্ষ ভিজিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে

(ক) উক্ত মেঝে অবশ্যই অভেদ্য পদার্থ (Impervious material) দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে;

(খ) উক্ত মেঝের নির্মাণ কৌশল ঢালু বিশিষ্ট এবং উপযুক্ত নিষ্কাশন নালার মাধ্যমে কারখানার মূল নর্দমা ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে, যাহাতে নিষ্কাশিত পানি অথবা কোনো তরল পদার্থ মেঝেতে জমিয়া থাকিতে না পারে।

**৪৩। চুনকাম ও রং করা** :- ধারা ৫১(ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সকল অভ্যন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিঁড়ি ও যাতায়াত পথ রং বা বার্নিশ করা থাকিলে এবং বহির্ভাগ মসৃণ হইলে প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার উহা পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

৪৪। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার রেজিস্টার সংরক্ষণ :** ধারা ৫১ (ঘ) তে উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করিবার তারিখ ধারা ৫১ (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফরম-২০ অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

## ধারা ৫২। বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

২. উক্তরূপ প্রত্যেক কক্ষে এমন তাপমাত্রা বজায় রাখিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে সেখানে কর্মরত শ্রমিকগণ মোটামুটি আরামে কাজ করিতে পারেন, এবং যাহাতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যহানি রোধ হয়।

৩. উপ-ধারা (২) এর প্রয়োজনে কক্ষের দেওয়াল এবং ছাদ এমনভাবে তৈরি করিতে হইবে যাহাতে উক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পায়, এবং যতদূর সম্ভব কম থাকে।

৪. যে ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি এমন হয় যে, ইহাতে অত্যাধিক উচ্চ তাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে যে উৎস হইতে উক্তরূপ উচ্চ তাপ সৃষ্টি হইতেছে উহাকে বা উহার উত্তপ্ত অংশকে তাপ অপরিবাহী বস্তু দ্বারা মুড়িয়া বা অন্য কোনো পন্থায় শ্রমিকগণের কর্মকক্ষ হইতে আলাদা করার জন্য যতদূর সম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫. যদি সরকারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের অতি উচ্চ তাপমাত্রা উহার পার্শ্ব দেওয়াল, ছাদ বা জানালা চুনকাম করিয়া, স্প্রে করিয়া, অথবা তাপ অপরিবাহী করিয়া, বা পর্দা দিয়া, অথবা ছাদের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়া, অথবা অন্য কোনো বিশেষ পন্থায় হ্রাস করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত যেকোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

## বিধি

**৪৫। বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা**

১. ধারা ৫২(২) অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকক্ষে নির্মলবায়ু প্রবাহের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপরীতমুখী জানালার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব নয় সেইখানে এক্সজস্ট ফ্যান (Exhaust Fan) স্থাপন করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কর্মক্ষেত্রে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (ড্রাই ও ওয়েট) ব্যবস্থা থাকিলে বায়ু চলাচলের উপরি-উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না।

২. ধারা ৫২(২) অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মকক্ষে অন্তত একটি তাপ পরিমাপক যন্ত্র (থার্মোমিটার) সচল অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং উহা যথাযথ মানসম্পন্ন হইতে হইবে এবং কর্মকক্ষের দেয়ালের দৃশ্যমান স্থানে উহা স্থাপন করিতে হইবে।

## ধারা ৫৩। ধুলাবালি ও ধোঁয়া

১. কোনো প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলার কারণে যদি কোনো ধুলাবালি বা ধোঁয়া বা অন্য কোনো দূষিত বস্তু এমন প্রকতির বা এমন পরিমাণে নির্গত হয় যে, উহাতে সেখানে কর্মরত শ্রমিকগণের পক্ষে স্বাস্থ্যহানির বা অস্বস্তিকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কোনো কর্মকক্ষে উহা যাহাতে জমিতে না পারে এবং শ্রমিকের প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে ইহার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এই উদ্দেশ্যে যদি কোনো নির্গমন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা উক্ত ধুলাবালি, ধোঁয়া বা অন্য দূষিত বস্তুর উৎসের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি স্থানে স্থাপন করিতে হইবে, এবং ঐ স্থান যতদূর সম্ভব ঘিরিয়া রাখিতে হইবে।

২. কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো অন্তর্দহ ইঞ্জিন চালানো যাইবে না যদি না উহার বাষ্পাদি নির্গমন পথ উন্মুক্ত বাতাসের দিকে হয়, এবং কোনো অন্তর্দহ ইঞ্জিন কোনো কর্মকক্ষে চালানো যাবে না যদি না শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে উহা হইতে নির্গত এমন ধোঁয়া জমা না হওয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

## বিধি

৪৬। **ধুলা-বালি ও ধোঁয়া**

১. ধারা ৫৩(১) বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বা কর্মকক্ষে উৎক্ষিপ্ত ধুলাবালি ও ধোঁয়ার কার্যকর নির্গমনের লক্ষ্যে 'ডাস্ট সাকার' সহ উপযুক্ত নির্গমন যন্ত্র স্থাপন করিতে হইবে এবং উহা এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যেন কোনোক্রমেই ধুলাবালি বা ধোঁয়া কর্মকক্ষে বিস্তার করিতে না পারে।

২. উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানে ধুলাবালি ও ধোঁয়াময় স্থানে কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাস্ক ব্যবহার করিতে হইবে।

৩. মহাপরিদর্শক কর্মকক্ষে ধুলাবালি ও ধোঁয়া উৎক্ষেপণের সর্বোচ্চ মান নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

## ধারা ৫৪। বর্জ্য পদার্থ অপসারণ

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে উহার উৎপাদন পক্রিয়ার কারণে সৃষ্ট কোনো বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

## বিধি

৪৭। **বর্জ্য পদার্থ অপসারণ**

১. ধারা ৫৪ অনুযায়ী সকল বর্জ্য ও তরল অপসারণের ব্যবস্থা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দেশের প্রচলিত আইনানুগ বিধি-বিধান ও নির্দেশনা অনুযায়ী হইতে হইবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

২. উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিদর্শক প্রয়োজন মনে করিলে শ্রমিকের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া বর্জ্য অপসারণে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩. তরল বর্জ্য ও পানি বহনকারী সকল নর্দমা অভেদ্য মাল-মশলা দ্বারা মজবুত ও টেকসইভাবে উপযুক্ত ঢাকনাযুক্ত অবস্থায় নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে নিয়মিত পানি প্রবাহ থাকিবে এবং উক্ত বর্জ্য দূষণমুক্ত করিয়া অপসারণ করিতে হইবে।

৪. উপরি-উক্ত উভয় বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া পরিদর্শক উক্ত কারখানার বর্জ্য অপসারণে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুমোদন প্রদান করিবেন।

## ধারা ৫৫। কৃত্রিম আর্দ্রকরণ

১. যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে বাতাসের আর্দ্রতা কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি সরকারী পানি সরবরাহ ব্যবস্থা হইতে অথবা অন্য কোনো পানীয় জলের উৎস হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, অথবা উহা ব্যবহারে পূর্বে উপযুক্তভাবে শোধন করিতে হইবে।

২. যদি কোনো পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো পানি উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী কার্যকরভাবে শোধন করা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি মালিককে লিখিত আদেশ দিয়া, আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উহাতে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

## বিধি

৪৮। **সুতা ও বয়ন কারখানায় তাপমাত্রা ও কৃত্রিম আর্দ্রকরণ**

ধারা ৫২ ও ৫৫ অনুযায়ী তফসিল-১ বর্ণিত উপায়ে সুতা ও বয়ন কারখানায় বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃত্রিম আর্দ্রকরণ রেকর্ড ফরম-২১ অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে।

## ধারা ৫৬। অতিরিক্ত ভিড়

১. কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকক্ষে উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যহানি হয় এই প্রকার অতিরিক্ত ভিড় করা যাইবে না।

২. উপরিউক্ত বিধানের হানি না করিয়া, প্রত্যেক কর্মকক্ষে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য অন্তত ৯.৫ কিউবিক মিটার পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

**ব্যাখ্যা** এই উপ-ধারার প্রয়োজনে, কোনো ঘরের উচ্চতা মেঝে হইতে ৪.২৫ মিটারের অধিক হইলে ইহা বিবেচনায় আনা হইবে না।

৩. যদি প্রধান পরিদর্শক লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো মালিককে অনুরোধ করেন তাহা হইলে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মকক্ষে এই ধারা বিধান অনুযায়ী সর্বোচ্চ কতজন লোক কাজ করিতে পারিবেন, তৎসম্পর্কে তাহাকে একটি নোটিশ লটকাইয়া দিতে হইবে।

৪. প্রধান পরিদর্শক লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকক্ষকে এই ধারার বিধান হইতে রেহাই দিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এই বিধান মানার প্রয়োজন নাই।

## ধারা ৫৭। আলোর ব্যবস্থা

১. কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অংশে, যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করেন বা যাতায়াত করেন, যথেষ্ট স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা উভয়বিধ আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকক্ষ আলোকিত করার জন্য ব্যবহৃত সকল কাঁচের জানালা এবং ছাদে বসানো জানালাসমূহের উভয় পার্শ্ব পরিষ্কার রাখিতে হইবে, এবং যতদূর সম্ভব প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখিতে হইবে।

৩. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে-

(ক) কোনো স্বচ্ছ পদার্থ বা বাতি হইতে বিচ্ছুরিত বা প্রতিফলিত আলোকচ্ছটা, অথবা

(খ) কোনো শ্রমিকের চোখের উপর চাপ পড়িতে পারে বা তাহার দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকিতে পারে, এরূপ কোনো ছায়া সৃষ্টি, প্রতিরোধ করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

## বিধি

### ৪৯। আলোক ব্যবস্থা

১. ধারা ৫৭ অনুযায়ী যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করিয়া থাকেন বা তাহাদিগকে নিয়োগ করা হয় সেই কর্মকক্ষের বা স্থানের আলোক ব্যবস্থা মেঝে হইতে ১.০ মিটার উচ্চতায় কমপক্ষে ৩৫০ লাক্স (Lux) হইতে হইবে।

২. যদি মহাপরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধানের প্রয়োজন নাই সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিধান হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন অথবা কর্মস্থলের উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আলোক ব্যবস্থার মান নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

## ধারা ৫৮। পান করার পানি

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে, উহাতে কর্মরত সকল শ্রমিকের পান করার জন্য উহার কোনো সুবিধাজনক স্থানে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২. প্রত্যেক পানি সরবরাহের স্থানকে বাংলায় "পান করার পানি" কথাগুলি স্পষ্টভাবে লিখিয়া দিয়া চিহ্নিত করিতে হইবে।

৩. যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সাধারণত দুইশত পঞ্চাশ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন, সে সকল প্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মকালে পান করার পানি ঠাণ্ডা করিয়া সরবরাহ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪. মাত্রারিক্ত তাপ উদ্রেককারী যন্ত্রের সন্নিকটে কাজ করার কারণে শ্রমিকের শরীরে পানি শূন্যতার সৃষ্টি হইলে, ঐ সকল শ্রমিকের জন্য ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

## বিধি

### ৫০। পান করিবার পানি

১. ধারা ৫৮ অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সকল শ্রমিকের সহজগম্য এবং সুবিধাজনক স্থানে পান করিবার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং উহা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২. পান করিবার পানি সংরক্ষণের স্থানটি কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো ধৌতাগার, প্রক্ষালন কক্ষ অথবা শৌচাগার হইতে অন্যূন ৬ মিটার দূরত্বে স্থাপন করিতে হইবে।

৩. উপ-বিধি (১) মোতাবেক সরবরাহকৃত পানি-

(ক) জীবাণুমুক্ত উপযুক্ত পাত্রে রাখিতে হইবে;

(খ) প্রতিদিন কমপক্ষে একবার বদলাইতে হইবে;

(গ) সকল প্রকার সংক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিবার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে আধুনিক পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত পানি পাত্রসহ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইলে প্রতিদিন বদলানোর প্রয়োজন হইবে না।

৪. যে স্থানে শ্রমিকদের পান করিবার পানি সরবরাহ করা হয় সেই স্থানে আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং নাল সংযুক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

৫. সরবরাহকৃত ভূগর্ভস্থ পানি বা অন্য কোনোভাবে সরবরাহকৃত পানি বা টিউবওয়েলের পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উহা আর্সেনিক, জীবাণুমুক্ত ও খাবার উপযুক্ত কি না উহা অন্তত বৎসরে একবার বা পরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত হইলে সরকারের জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল বিভাগ বা সরকারের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে মালিককে লিখিত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬. যে প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করিয়া থাকেন উহার প্রতিটিতে প্রতি বৎসর ১ এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রমিকদের ক্যান্টিন, খাবার ঘর এবং বিশ্রামঘরে পান করিবার জন্য যে পানি সরবরাহ করা হয় উহা ঠাণ্ডাকরণ যন্ত্র (Water Cooler) অথবা অন্য কোনো কার্যকর পন্থায় ঠাণ্ডা করিয়া সরবরাহ করিতে হইবে।

৭. প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত কোনো যন্ত্রের কারণে যদি এমন তাপ সৃষ্টি হয় যাহা সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত তাপ উদ্রেক করে হইলে উক্ত যন্ত্রের সন্নিকটে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য ধারা ৫৮(৪) অনুযায়ী পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন অথবা গুড় বা চিনির শরবত সরবরাহ করিতে হইবে এবং এই গুড় বা চিনি মিশ্রিত শরবতের পরিমাণ প্রতি শ্রমিকের জন্য দৈনি ন্যূনতম দুই লিটার হইতে হইবে।

## ধারা ৫৯। শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে-

১. উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণ কাজের সময়ে যাহাতে সহজে ব্যবহার করিতে পারেন এরূপ সুবিধাজনক স্থানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রকারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগার ও প্রক্ষালন ব্যবস্থা করিতে হইবে;

২. উক্ত শৌচাগার ও প্রক্ষালন পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকগণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে

৩. শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষগুলিতে যথেষ্ট আলো, বাতাস এবং সার্বক্ষণিক পানির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে; এবং

৪. উক্ত শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ জীবাণুনাশক ও পরিষ্কারক ব্যবহারের মাধ্যমে সবসময় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত রা হইবে।

## বিধি

**৫১। শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ**

ধারা ৫৯ অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের সংখ্যা, উহার অবস্থান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তফ অনুযায়ী হইতে হইবে।

## ধারা ৬০। আবর্জনা বাক্স ও পিকদানি

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সুবিধাজনক স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক আবর্জনা ফেলার বাক্স ও পিকদানির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, এই গুলিকে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

২. কোনো প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনার মধ্যে কোনো ব্যক্তি অনুরূপ বাক্স ও পিকদানি ব্যতীত অন্য কোথাও ময়লা আবর্জনা থুথু ফেলিতে পারিবেন না।

৩. এই বিধান এবং উহা লংঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ- ইহা উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে এ নোটিশ লটকাইয়া দিতে হইবে যাহাতে ইহা সহজেই সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

## বিধি

৫২। **আবর্জনা বাক্স ও পিকদানি**

১. ধারা ৬০ অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে-

(ক) প্রতি ১০০ জন শ্রমিকের জন্য অন্তত একটি করিয়া পৃথক আবর্জনা ও পিকদানি বাক্স রাখিতে হইবে;

(খ) পিকদানি বালু ভর্তি থাকিতে হইবে এবং উহার উপরে ব্লিচিং পাউডার থাকিতে হইবে;

(গ) পিকদানিগুলি প্রতি ৭ দিন অন্তর একবার খালি করিয়া পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে এবং দৈনিক অন্তত একবার উপরের এক স্তর বালি অপসারণ করিয়া পরিষ্কার করিতে হইব;

(ঘ) আবর্জনা বাক্স প্লাস্টিকের তৈরি ও ঢাকনাসহ থাকিতে হইবে এবং উহাতে প্রতিদিন জমাকৃত আবর্জনা অপসারণ করিতে হইবে ও উভয় ক্ষেত্রে জীবনাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে।

(ঙ) উক্ত পিকদানি ও আবর্জনা বাক্স কর্মকক্ষের দরজার সন্নিকটে স্থাপন করিতে হইবে এবং উহা এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায় ও ময়লা আবর্জনা চোখে না পড়ে।

২. কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে পিকদানি ও আবর্জনা বাক্স ব্যতীত অন্য কোথাও থু থু বা আবর্জনা ফেলিবে না এবং এই বিধান সম্পর্কে নোটিশ কারখানার ভিতরে উপযুক্ত স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

# ষষ্ঠ অধ্যায় :

## ধারা ৬১। ভবন ও যন্ত্রপাতির

১. যদি কোনো পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো ভবন বা ইহার কোনো অংশ অথবা ইহার কোনো পথ, যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট এমন অবস্থায় আছে যে, ইহা মানুষের জীবন বা র জন্য বিপজ্জনক, তাহা হইলে তিনি মালিকের নিকট লিখিত আদেশ জারী করিয়া, উহাতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, তাহার মতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন- উহা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২. যদি কোনো পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো ভবন বা উহার কোনো অংশ বা উহার কোনো পথ, যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট-এর ব্যবহার মানুষের জীবন বা র জন্য আশু বিপজ্জনক, তাহা হইলে তিনি মালিকের উপর লিখিত আদেশ জারী করিয়া, উহা যথাযথভাবে মেরামত বা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

## বিধি

৫৩। **ভবন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাঠামোর**

১. ধারা ৬১ (১) বাস্তবায়নের সময় পরিদর্শক ভবন, পথ, যন্ত্রপাতি বা প্লান্টসহ উক্ত ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো দেওয়াল, চিমনি, সেতু, সুড়ঙ্গ, রাস্তা, গ্যালারি, সিঁড়ি, র‍্যাম্প, মেঝে, প্লাটফর্ম, মাচা, রেলপথ বা বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতির যানবাহন চালানোর রাস্তা বা অন্য কোনো কাঠামো, উহা স্থায়ী বা অস্থায়ী যেরকমই হউক না কেন, বিবেচনায় আনিবেন যেন ইহা মানুষের জীবন বা র জন্য বিপজ্জনক না হয়।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ক্ষেত্রে এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বা নির্মিত বা চালুকৃত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোনো স্বীকৃত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম কর্তৃক ভবনের স্থায়িত্ব এবং ওজন বহন ক্ষমতা (load capacity) এবং যন্ত্রপাতি ও অন্য যেকোনো কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যান্য আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি অনুসরণ করা হইয়াছে কিনা, উহার সনদ পরিদর্শকের নিকট দাখিল এবং প্রদর্শন করিবার জন্য মালিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং যাচাই করিতে পারিবেন।

২. এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর কোনো কারখানা ভবন নির্মাণ বা কোনো ভবনে কারখানা স্থাপন করিতে হইলে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছে মর্মে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩. যে সব প্রতিষ্ঠানে দাহ্য তরল হইতে বা গ্লোজ বা পেইন্ট হইতে আগুন লাগিতে পারে, সেখানে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত মাত্রায় অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র রাখিতে হইবে এবং সেইগুলি ফোম টাইপ, ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (এ বি সি টাইপ), কার্বন ডাই-অক্সাইড, অগ্নিনির্বাপক বা অনুরূপ ধরনের হইতে হইবে।

৪. যেসব প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি হইতে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা থাকে সেইখানে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত মাত্রায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখিতে হইবে এবং উহা কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ড্রাই ক্যামিকেল পাউডার নির্মিত বা অনুরূপ পদার্থ সম্বলিত হইতে হইবে।

৫. যে সব প্রতিষ্ঠানে ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম বা জিংক-এর গুঁড়া বা চাঁচ অথবা অন্য দাহ্য ধাতু হইতে আগুন লাগিব সম্ভাবনা থাকে সেইখানে আগুন নিভানোর জন্য ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার ('ডি' টাইপ), পর্যাপ্ত পরিষ্কার মিহিত শুকনা বালি, পাথরের গুঁড়া এবং অন্য অদাহ্য পদার্থ মজুদ রাখিতে হইবে।

৬. একই এলাকায় পাশাপাশি ভবনে অবস্থিত কয়েকটি কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ কর্তৃক যৌথভাবে একটি সুবিধাজনক স্থানে অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে ইচ্ছা করিলে যৌথভাবে প্রত্যেক কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত পাইপের মাধ্য সংযুক্ত করিয়া যান্ত্রিক গভীর নলকূপ (Deep tubewell) বা বৈদ্যুতিক পাম্পযুক্ত জলাধারের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শক উপ-বিধি (১৫) প্রতিপালন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭. উপ-বিধি (১৫) এবং (১৬) তে উল্লিখিত গভীর নলকূপ বা জলাধার ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শকের অনুমোদনক্রমে স্থাপন করিতে হইবে।

৮. এই বিধিতে বর্ণিত বিষয়াদি প্রতিপালন করিবার ক্ষেত্রে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী আরো কোনো কিছু প্রতিপালন করা প্রতিভাত হইলে উহা সম্পাদন করিতে হইবে।

## ধারা ৬৩। যন্ত্রপাতি ঘিরিয়া রাখা

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উহার নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি, গতি সম্পন্ন বা ব্যবহারে থাকার সময়, পর্যাপ্ত নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা মজবুতভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হইবে, যথা:

(ক) কোনো প্রাইম-মোভার যন্ত্রের প্রত্যেক ঘূর্ণায়মান অংশ, এবং উহার সহিত সংযুক্ত প্রত্যেক ফ্লাই হুইল;

(খ) প্রতিটি ওয়াটার হুইল এবং ওয়াটার টারবাইনের উভয় মুখ;

(গ) লেদ মেশিনের মুখ অতিক্রমকারী প্রতিটি স্টক বারের অংশ; এবং

(ঘ) যদি না নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতিগুলি এমন অবস্থায় থাকে বা এমনভাবে নির্মিত হয় যে, এইগুলি মজবুতভাবে ঘেরা থাকিলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য যেরূপ নিরাপদ হইত সেরূপ নিরাপদ আছে-

(১) বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটারী কনভার্টারের প্রত্যেকটি অংশ,

(২) টান্সমিশন যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অংশ,

(৩) যেকোনো যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অংশ:

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত মতে কোনো যন্ত্রপাতি নিরাপদ কিনা ইহা নির্ণয়ের ব্যাপারে ধারা-৬৪ এর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত কোনো যন্ত্রপাতি পরীক্ষা বা চালু করিয়া দেখার ঘটনাটি ধর্তব্যে আনা হইবে না।

২. যন্ত্রপাতি ঘিরিয়া রাখা সম্পর্কে এই আইনের অন্য কোনো বিধানের হানি না করিয়া, ঘূর্ণায়মান প্রত্যেক শিফট, স্পিনা হুইল অথবা পিনিয়ন এর প্রত্যেক স্টে-স্ক্রু, বোল্ট এবং চাবি এবং চালু সকল স্পার, ওয়ার্ম এবং অন্যান্য দাঁতওয়ালা ফ্রিকশন গিয়ারিং, যাহার সংস্পর্শে কোনো শ্রমিক আসিতে বাধ্য, উক্তরূপ সংস্পর্শে আসা ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য উল্লিখি কলকব্জা মজবুতভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হইবে।

## বিধি

৫৬। **মূলক সতর্কতা :** যন্ত্রপাতি ঘিরিয়া রাখিবার ব্যাপারে ধারা ৬৩(১) এর কোনো বিধান লংঘন না করিয়া, অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিদর্শক লিখিত নির্দেশ প্রদান করিলে অনুরূপ নির্দেশ উল্লিখিত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে প্রযে হইবে।

## ধারা ৬৪। চলমান যন্ত্রপাতির উপরে বা নিকটে কাজ

১. যে ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিষ্ঠানে ধারা ৬৩ এর অধীন চলমান কোনো যন্ত্রপাতির কোনো অংশ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, অথবা উক্তরূপ পরীক্ষার ফলে চলমান যন্ত্রপাতির বেল্ট চড়ানো এবং নামানো, তৈলাক্তকরণ অথবা সুবিন্যস্তকরণের কোনো কাজ করিতে হয়, সেক্ষেত্রে উক্তরূপ পরীক্ষা বা চালনা এতদব্যাপারে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোনো পুরুষ শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে, এবং উক্ত শ্রমিককে ঐ সময়ে আটো-সাটো পোশাক পরিতে হইবে, এবং তাহার নাম এতদউদ্দেশ্যে নির্ধারিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং যখন উক্ত শ্রমিক এই প্রকার কাজে নিযুক্ত থাকিবেন, সে সময় তিনি কোনো ঘূর্ণায়মান পুলিতে সংযুক্ত বেল্ট নাড়াচাড়া করিবেন না, যদি না বেল্টটি প্রস্থে ১৫ সে: মি: এর নীচে হয় এবং উহার জোড়া সমতল ও ফিতা দিয়ে আটকানো থাকে।

২. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোনো যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোনো যন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান কোনো নির্দিষ্ট অংশের পরিষ্কারকরণ, তৈলাক্তকরণ, সুবিন্যস্তকরণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

## বিধি

৫৭। **চলমান যন্ত্রপাতিতে বা উহার নিকট কাজ করা**

১. ধারা ৬৪ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যন্ত্রপাতি চালনা, পরীক্ষা বা মেরামতের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের তালিকা ফরম-২৩ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২. চালু যন্ত্রপাতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা চালনা করা সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকিলে এবং অনুরূপ চালু যন্ত্রপাতির কাজ সংশ্লিষ্ট বিপদ-আপদ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান না থাকিলে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবে না।

৩. ধারা ৬৪ (১) এর বিধান মোতাবেক উক্তরূপ কাজ করাইবার জন্য নির্দিষ্ট শ্রমিককে ঝুঁকি ভাতা প্রদান করিতে হইবে ও মালিক তাহাকে প্রয়োজনীয় আঁটসাট পোশাক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ করিবেন।

৪. উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত পোশাক হিসাবে কমপক্ষে একজোড়া মোটা সুতি কাপড়ের আঁটসাট প্যান্ট এবং আঁটসাট হাতাকাটা জামা থাকিবে এবং নতুন পোশাক সরবরাহ করা হইলে পুরানো পোশাক বা শ্রমিকের চাকরি অবসান করা হইলে উক্ত সরবরাহকৃত পোশাক মালিককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

## ধারা ৬৫। ট্রাইকিং গিয়ার এবং শক্তি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার পন্থা

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে-

(ক) উপযুক্ত স্ট্রাইকিং গিয়ার এবং অন্যান্য কার্যকর যান্ত্রিক সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা হইবে যাহা ট্রান্সমিশন যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত দ্রুত এবং শ্লথ পুলিতে বা পুলি হইতে ড্রাইভিং বেল্টকে চালানোর জন্য ব্যবহৃত হইবে, এবং উক্তরূপ গিয়ার বা কলকব্জা এমনভাবে প্রস্তুত, স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন উক্ত বেল্টের প্রথম পুলিতে ক্রুপিং বেক নিরোধ করা যায়;

(খ) যখন কোনো ড্রাইভিং বেল্ট ব্যবহারে থাকিবে না, তখন ইহা কোনো চলন্ত শেফটের উপর রাখা যাইবে না।

২. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক কর্মকক্ষে চলমান যন্ত্রপাতি হইতে জরুরি অবস্থায় শক্তি বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

## বিধি

৫৮। **বৈদ্যুতিক বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা**

১. প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন এবং সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যথাযথ আকৃতির এবং পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং এমনভাবে নির্মিত, সংরক্ষিত ও কার্যকর হইতে হইবে যাহাতে উহা কোনো ব্যক্তির দৈহিক ঝুঁকির কারণ না হয়।

২. কারখানা বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে যাইবার পূর্বে বা ব্যবসা বা সেবা চালু করিবার পূর্বে অবশ্যই বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং-এর উপযুক্ততা সনদ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

৩. প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান যেখানে কোনো প্রকার বিদ্যুৎ সরবরাহ রহিয়াছে এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সেইখানে এমন স্বয়ংক্রিয় কারিগরি কৌশল স্থাপন করিতে হইবে, যাহার ফলে কোনো প্রকার বৈদ্যুতিক বা অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনা ঘটিলে যে কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অচল হইয়া যাইবে।

৪. উক্তরূপ কারিগরি কৌশল স্থাপনের ব্যাপারে পরিদর্শক নিশ্চিত হইলে তিনি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে গৃহীত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনার সময় উক্ত কারিগরি কৌশলটি বিবেচনায় গ্রহণ করিবেন।

৫. প্রতিটি বহনযোগ্য হাত-বাতি অবশ্যই পরিবাহী পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত হাতল সংযুক্ত হইতে হইবে এবং উহার বাল্বটি অবশ্যই ল্যাম্পধারকের ধাতব অংশ হইতে বিযুক্তভাবে ভিতরে খাঁচার মধ্যে রাখিতে হইবে।

৬. বাস্তবসম্মত বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি নমনীয়ভাবে এবং সরবরাহ লাইনের মধ্যবর্তী সংযোগ যথাযথভাবে ডিজাইন করিয়া থ্রিপিন প্লাগ ও সুইচ সমেত সকেট সংযুক্ত রাখিতে হইবে, যাহাতে ভুল অন্তঃপ্রবেশ সম্ভব না হয়।

৭. সকল বৈদ্যুতিক ওয়ারিং ও সুইচ বোর্ডসমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা 'কনসিল ওয়ারিং' এর মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৮. নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে প্রতি ১২ (বারো) মাসে অন্তত একবার অথবা সার্টিফিকেট প্রদত্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে একজন উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওয়্যারিং পরিদর্শক বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ আর্থিং (earthing) ও ওয়্যারিং (wiring) পরীক্ষা করাইয়া ফলাফলসহ প্রত্যয়নপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯. বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও উহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইবে না।

১০. ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ধরণ, পরিকল্পনা এবং কারখানার যেকোনো অংশে যেখানে দহনযোগ্য বা বিস্ফোরক মিশ্রণ ব্যবহৃত হয় বা জমা রাখা হয় সেই অংশের বৈদ্যুতিক তারের লাইন লাগানোর ক্ষেত্রে মহাপরিদর্শককে অবহিত করিতে হইবে।

## বিধি

**৫৯। যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং চলাচলের রাস্তা**

প্রতিষ্ঠানের কোনো স্থানে যন্ত্রপাতি স্থাপনের ক্ষেত্রে দেওয়াল হইতে যন্ত্রের দূরত্ব কমপক্ষে ১ মিটার হইতে হইবে এবং স্থাপিত যন্ত্র বা যন্ত্রসারির পাশে কমপক্ষে ১ মিটার প্রশস্ত চলাচলের রাস্তা থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বর্তমানে চলমান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা না থাকিলে দেওয়াল হইতে যন্ত্রপাতির দূরত্ব এবং চলাচলের রাস্তা ন্যূনতম ০.৭৫ মিটার রাখা যাইবে।

## ধারা ৬৬। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি

কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির কোনো চলমান অংশ এবং উহাতে বাহিত কোনো দ্রব্য যাহার উপর দিয়া চলাচল করে, উহা যদি এমন কোনো স্থান হয় যাহার উপর দিয়া কোনো ব্যক্তিকে কর্তব্য সম্পাদন বা অন্য কোনো কারণে চলাচল করিতেই হয়, তাহা হইলে, উক্ত যন্ত্রপাতির অংশ নহে এমন কোনো স্থির কাঠামো হইতে ৪৫ সেঃ মিঃ এর মধ্যে উহা বহির্মুখী অথবা অন্তর্মুখী চলাচল করিতে দেওয়া যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে, এই ধারার ব্যতিক্রমভাবে স্থাপিত কোনো যন্ত্রপাতিকে প্রধান পরিদর্শক, তৎকর্তৃক নির্ধারিত উহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের শর্তে, উহার ব্যবহার অব্যবহৃত রাখিতে অনুমতি দিতে পারিবেন।

## ধারা ৬৭। নতুন যন্ত্রপাতি আবৃত করা

এই আইন বলবৎ হইবার পর কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত শক্তি চালিত প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতির-

১. সেট-স্ক্রু, বেল্ট অথবা চাবি, অথবা কোনো ঘূর্ণয়মান শেফট, স্পিন্ডল হুইল অথবা পিনিয়ন এমনভাবে প্রোথিত, আবৃত অথবা অন্য কোনো কার্যকর মূলক ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিপদ নিরোধ করা যায়;

২. সকল স্পার, ওয়ার্ম, এবং অন্যান্য দাঁত বিশিষ্ট গিয়ার ব্যবস্থা, যাহা চলন্ত অবস্থায় ঘন ঘন বিন্যস্ত করার প্রয়োজন হয় সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে, যদি না উহা এমনভাবে অবস্থিত হয়ে যে, উহা আবৃত থাকিলে যেরূপ নিরা হইত, সেরূপ নিরাপদ থাকে।

## ধারা ৬৮। ক্রেন এবং অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি

কোনো প্রতিষ্ঠানে, হয়েস্ট এবং লিফ্‌ট ব্যতীত, সকল ক্রেন এবং অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

১. স্থির অথবা চলমান ওয়াকিং গিয়ার, রজ্জু, শিকল এবং নোঙ্গর বা বন্ধন সম্পর্কিত যন্ত্রপাতিসহ উহার প্রত্যেক অংশ-

(ক) পর্যাপ্ত শক্তিশালী ও মজবুত পদার্থ দিয়া উত্তমরূপে তৈরি হইতে হইবে।

(খ) যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে,

(গ) প্রতি বারো মাসে অন্তত একবার একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষিত হইতে হইবে, এবং উক্তরূপ প্রত্যেক পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একটি রেজিস্টার থাকিতে হইবে;

২. উক্তরূপ যন্ত্রপাতি দ্বারা উহাতে লিখিত বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনো বোঝা বহন করা যাইবে না;

৩. ক্রেন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকা আছে, এরূপ কোনো স্থানে কোনো চলমান ক্রেনের হুইল ট্রেকে কোনো ব্যক্তি কাজ করার সময়ে যাহাতে ক্রেনটি উক্ত স্থানের ছয় মিটারের মধ্যে পৌঁছাইতে না পারে এরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

## ধারা ৬৯। হয়েস্ট এবং লিফ্‌ট

১. (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক হয়েস্ট এবং লিফ্‌ট-

(ক) পর্যাপ্ত শক্তিশালী ও মজবুত পদার্থ দিয়া উত্তমরূপে তৈরি হইতে হইবে;

(খ) যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে;

(গ) প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষিত হইতে হইবে, এবং উক্তরূপ প্রত্যেক পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একটি রেজিস্টার থাকিতে হইবে।

২. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক হয়েস্ট ও লিফটের চলাচল পথ দরজা সংযুক্ত বেষ্টনী দ্বারা ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকিবে, হয়েস্ট অথাব লিফট এবং উক্তরূপ বেষ্টনী এমনভাবে তৈরি করিতে হইবে যেন কোনো ব্যক্তি বা বস্তু উক্ত হয়েস্ট অথবা লিফটের কোনো অংশে এবং কোনো স্থির কাঠামো বা চলমান অংশের মাঝখানে আটকাইয়া না যায়।

৩. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক হয়েস্ট এবং লিফটের গায়ে উহার নিরাপদ বহন ক্ষমতা পরিষ্কারভাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং এই ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনো বোঝা বহন করা যাইবে না।

৪. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে মানুষ বহনকারী প্রত্যেক হয়েস্ট ও লিফটের খাঁচার উভয় পার্শ্বে উঠা-নামা করার জন্য প্রবেশ পথ থাকিবে। প্রত্যেক হয়েস্ট ও লিফটের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা বাংলায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৫. উপ-ধারা (২) এবং (৪) এ উল্লিখিত প্রত্যেক দরজায় এমনভাবে ইন্টারলক অথবা অন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা থাকিবে যাহাতে ইহা নিশ্চিত করা যায় যে, যখন ইহা অবতরণ না করে তখন যেন খোলা না যায়, এবং দরজা বন্ধ ননা করা পর্যন্ত খাঁচাটি যাহাতে চলমান না হয়।

৬. এই আইন প্রবর্তনের পর স্থাপিত অথবা পুনঃনির্মিত কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি হয়েস্ট অথবা লিফটের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত ব্যবস্থাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা :-

(ক) যে ক্ষেত্রে খাঁচা রশি বা শিকলের উপর নির্ভরশীল, সে ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইট রশি বা শিকল পৃথকভাবে খাঁচার সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবে এবং উহার ভারসাম্য রক্ষা করিবে, এবং প্রত্যেক রশি ও শিকল এমন হইতে হইবে যেন ইহা সর্বোচ্চ ভারসহ খাঁচাটি বহন করিতে পারে;

(খ) রশি এবং শিকল ছিড়িয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভারসহ খাঁচাটি যেন ঝুলাইয়া রাখা যায়, ইহার কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(গ) খাঁচার অতিরিক্ত গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথাযথ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৭. এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে উপ-ধারা (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) এর ব্যতিক্রমভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কোনো হয়েস্ট বা লিফটকে প্রধান পরিদর্শক, তৎকর্তৃক নির্ধারিত উহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের শর্তে উহার ব্যবহার অব্যাহত রাখিতে অনুমতি দিতে পারিবেন।

## বিধি

**৬০। ক্রেন, হয়েস্ট, লিফ্‌ট, কপিকল এবং অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি**

১. ধারা ৬৮ ও ৬৯ অনুসরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে, যথা :

(ক) কোনো প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র সূক্ষ্ম সুতার দড়ি বা সুতার দড়ির বন্ধনী ব্যতীত অন্য কোনো উত্তোলক যন্ত্রপাতি এবং কোনো শিকল, দড়ি বা ভারোত্তলনের দড়ি দ্বারা কপিকল ফরম-৩০ অনুযায়ী ঘোষিত যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা না করাইয়া বা সবগুলো যন্ত্রাংশ সম্পূর্ণভাবে পরখ না করাইয়া প্রথমবারের মতো ব্যবহারে লাগানো যাইবে না এবং অনুরূপ পরীক্ষাকারী ব্যক্তির নিরাপদ বহন ক্ষমতা চা বলন ক্ষমতা উল্লেখপূর্বক অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলসহ একটি প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা পরিদর্শনের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে:

(খ) সকল জিব ক্রেন এমনভাবে নির্মিত হইবে যেন সঞ্চালক অংশে উঠানামা করাইয়া নিরাপদ বহন ক্ষমতার তারতম্য করানো যায়, জিবের নোয়াবার বা বোঝার ব্যাসার্ধের সহিত যথাযথ বহন ক্ষমতা নির্দেশ করিবার জন্য স্বয়ংক্রিয় ইন্ডিকেটর জিবটির সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে।

(গ) ব্যবহার করা হইতেছে এমন সকল ধরনের এবং সকল আকৃতির শিকল, দড়ি বা ভারোত্তলক দড়ি কপিকলের নিরাপদ ভারবহনে সক্ষম, তা প্রদর্শন করে একটি ছকের যৌগিক ঝোলানো শিকলির বিভিন্ন পাত্রের বিভিন্ন কোণ হইতে ভারোত্তলন ক্ষমতার ছক গুদাম ঘরে বা শিকল, দড়ি বা কপিকল ব্যবহার করা যাইবে না এবং কোনো ভারোত্তলক দড়ি কপিকলের গায়ে ইহার নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বা যৌগিক ঝুলানো শিকলিতে প্রতিটি পায়ের বিভিন্ন কোনো হইতে ভারোত্তলন ক্ষমতা পরিষ্কারভাবে ইহার গায়ে লিখিত থাকিলে এই উপ-বিধির বিধান সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না:

(ঘ) ধারা ৬৮(ক)(৩) ও ৬৯(১)(গ) এর ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরীক্ষার প্রতিবেদন নিম্নবর্ণিত বিবরণসমূহ ফরম-২৪ অনুযায়ী রক্ষিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং উহা পরিদর্শনের জন্য সংরক্ষিত থাকিতে হইবে, যথা :

(অ) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

(আ) মালিকের নাম :

(ই) উত্তোলক যন্ত্র, শিকল, দড়ি বা ভারোত্তলক শিকল ও কপিকলে শনাক্তকরণযোগ্য নম্বর, চিহ্ন ও বিবরণ;

(ঈ) প্রতিষ্ঠানে প্রথম কোন তারিখে উত্তোলক যন্ত্র, শিকল, দড়ি বা উত্তোলক কপিকল ব্যবহার শুরু হইয়াছে;

(উ) দফা (ক) মোতাবেক পরীক্ষা যাচাইপূর্বক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্রের নম্বর ও তারিখ এবং যে ব্যক্তি উক্ত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার নাম ও ঠিকানা;

(ঊ) মেয়াদ সংক্রান্ত সামগ্রী পরীক্ষার তারিখ এবং কাহার দ্বারা উক্ত পরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছে;

(ঋ) যে তারিখে উক্ত হয়েস্ট বা লিফটের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, শিকল, দড়ি বা অন্যান্য অংশ পাইন বা উত্তাপের সাহায্যে সারাই করা হইয়াছে এবং উক্ত কাজ যিনি করিয়াছেন তাহার নাম ও ঠিকানা;

(এ) পরীক্ষার সময় নিরাপদ ভার বহনের প্রতিকূল কোনো ত্রুটি পাওয়া গেল উহার বিবরণ অথবা অনুরূপ ত্রুটি সরানোর জন্য পাইন দেওয়া বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ;

(ঙ) ঝুলাইয়া রাখিবার দড়ি ব্যতীত অন্য সব শিকল এবং উত্তোলক দড়ি বা কপিকল, মহাপরিদর্শক কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হইলে, নির্ধারিত ফরম-৩০ অনুযায়ী ঘোষিত যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নিম্নবর্ণিতভাবে পাইন প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

(অ) গলিত ধাতু বা গলিত ধাতুমল দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা আধা ইঞ্চি বা ইহার চেয়ে ছোট বার দ্বারা প্রস্তুতকৃত হইলে সকল চেইন, ঝুলানো শিকল, রিং, হুক, কুলুপ এবং আংটা প্রতি ৬ (ছয়) মাসে অন্তত একবার; এবং

(আ) সাধারণ ব্যবহার্য অন্য সব শিকল, রিং, হুক, কুলুপ এবং আংটা প্রতি ১২ (বার) মাসে অন্তত একবার;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রায়শই ব্যবহৃত হয় না এমন শিকল এবং উত্তোলক দড়ি, কপিকল, কেবল মাত্র যখন প্রয়োজন হইবে তখন মহাপরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষে পাইন দিতে হইবে এবং অনুরূপ পাইন দেওয়া হইলে উহা দফা (ঘ) তে বর্ণিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে:

(চ) নিম্নবর্ণিত শ্রেণির শিকল এবং উত্তোলক দড়ি বা কপিকলের ক্ষেত্রে দফা (ঙ) এর কোনো কিছু প্রযোজ্য হইবে না, যথা:

(অ) নমনীয় ঢালাই লোহার তৈরি শিকল;

(আ) প্লেট সংযোগ শিকল;

(ই) ইস্পাত বা অলৌহ জাতীয় ধাতুর তৈরি শিকল, রিং, হুক, আংটা ও কুলুপ

(ঈ) দাঁতওয়ালা চাকা বা প্রোথিত চাকার উপর কার্যরত সংযুক্ত শিকল;

(উ) সংযুক্ত শিকল, কপিকল ব্যবস্থা বা ওজন বহনের যন্ত্রের সহিত স্থায়ীভাবে যুক্ত হুক এবং আংটা বা কুলুপ;

(ঊ) সুতার মতো অংশবিশিষ্ট স্ক্রু সম্বলিত হুক এবং কুলুপ বা বল-বিয়ারিং বা অন্য শক্ত বাক্স;

(ঋ) ধাতু খাদ মিশানো কঠিন টিনের ঢাকনাযুক্ত তারের দড়ির সহিত সংযুক্ত সকেট বেড়ি;

(এ) বোরদো (Bordeaux) সংযোগ;

তবে শর্ত থাকে যে, যেসব শিকল বা উত্তোলক দড়ি বা কপিকলে পাইন দেওয়ার পরিবর্তে "নরমালাইজিং" নামক তাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়া চালানো হইয়াছে সেইসব শিকল বা উত্তোলক দড়ি বা কপিকল প্রতি ১২ (বার) মাসে কমপক্ষে একবার উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণাঙ্গভাবে পরীক্ষা করাইতে হইবে;

(ছ) ঝুলাইয়া রাখিবার কাজে ব্যবহৃত আঁশের দড়ি বা আঁশের দড়ি ব্যতীত সব উত্তোলক যন্ত্রপাতি, শিকল, দড়ি বা কপিকল, ইত্যাদি কোনো কিছু ঝালাই বা অন্য প্রক্রিয়ায় দৈর্ঘ্যে বাড়ানো বা পরিবর্তন করা হইলে বা মেরামত করা হইলে সেইগুলি পুনরায় ব্যবহার করিবার পূর্বে, যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পর্যাপ্তভাবে পুনঃপরীক্ষা করিতে হইবে এবং অনুরূপ পরীক্ষা বা যাচাই এর জন্য প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিতে হইবে;

(জ) যে সব রেলের উপর দিয়া সচল ক্রেন চালানো হইয়া থাকে এবং যে সব লাইনের উপর দিয়া পরিবাহকের গাড়ি চলাচল করে সেইসব রানওয়ে যথাযথ আকৃতির এবং পর্যাপ্ত শক্তিধর হইতে হইবে এবং সেইগুলির চলাচল তল সমতল হইতে হইবে এবং অনুরূপ প্রতিটি রেল বা লাইন যথাযথভাবে স্থাপিত ও পর্যাপ্ত ভারবহন ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে হইবে এবং উহা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(ঝ) ম্যাগনেটিক ক্রেন চালানের ক্ষেত্রে প্রধান বিদ্যুৎ প্রবাহে বিঘ্ন ঘটিলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য ব্যাটারি বা জেনারেটরের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

(ঞ) ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে, পর্যাপ্ত শক্তি বা অন্য যেকোনোভাবে চালিত বা চালককে সংকেত দেওয়ার জন্য চালিত হউক না কেন, নিয়োগ করা যাইবে না;

(ট) চলাচলকারী ক্রেনের উপরের অংশ নিরাপদ সিঁড়ি সজ্জিত হইতে হইবে অথবা ক্রেনের ক্যাব পর্যন্ত এবং ক্যাব হইতে ব্রীজ পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য মই সংযুক্ত থাকিতে হইবে;

(ঠ) চলমান ক্রেনের উপরের অংশের ব্রীজে চলাচলের পথ বা প্লাটফর্ম শেষ মাথায় চাকা বদলানো বা মেরামতের জন্য নিরাপদ অবলম্বন যুক্ত না হইলে উভয় প্রান্তের শেষ মাথায় এতদুদ্দেশ্যে নিরাপদ প্লাটফর্ম প্রস্তুত করিতে হইবে;

(ড) লিফটের ক্ষমতার অতিরিক্ত ভার হইলে উহার চলাচল স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হইবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং এই বিধির ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বলিতে কোনো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল বিভাগের ওয়ার্কশপ তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং সরকার ফরম-৩০ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।

১. যেকোনো কারখানার কোনো বিশেষ চলমান ক্রেনের উপরাংশের ব্যাপারে মহাপরিদর্শক তাহার লিখিত শর্ত সাপেক্ষে এই বিধির যেকোনো বিধান প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

## ধারা ৭০। ঘূর্ণয়মান যন্ত্রপাতি

১. কোনো প্রতিষ্ঠানে গ্রাইন্ডিং প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় এ রকম প্রত্যেক কক্ষে ব্যবহৃত প্রত্যেক যন্ত্রের গায়ে অথবা উহার নিকটে স্থায়ীভাবে নিম্নলিখিত বিষয় বর্ণনা করিয়া একটি নোটিশ লটকাইয়া বা সাটিয়া দিতে হইবে যথা:-

(ক) প্রত্যেক গ্রাইন্ড স্টোন অথবা এব্রোসিভ হুইলের সর্বোচ্চ নিরাপদ গতিসীমা;

(খ) যে শেফট অথবা স্পিন্ডল-এর উপর চাকাটি স্থাপিত উহার গতি;

(গ) নিরাপদ গতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উক্তরূপ শেফট বা স্পিন্ডলের উপর স্থাপিত পুলির পরিসীমা।

২. উক্ত নোটিশে উল্লিখিত গতি অতিক্রম করা যাইবে না।

৩. প্রত্যেক গতিশীল আধার, খাঁচা, ঝুড়ি, ফ্লাই-হুইল, পুলি ডিস্ক অথবা শক্তি দ্বারা চালিত অনুরূপ যন্ত্রপাতি তাহাদের নির্ধারিত গতি যাহাতে অতিক্রম না করিতে পারে ইহার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

## বিধি

**৬১। ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি**

ধারা ৭০ (৩) অনুসারে ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

## ধারা ৭১। প্রেসার প্ল্যান্ট

যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোনো প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতির কোনো অংশ স্বাভাবিক বায়ু চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে পরিচালিত হয়, সে ক্ষেত্রে যেন উহা উহার নিরাপদ চাপ অতিক্রম না করে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্র করিতে হইবে।

## বিধি

**৬২। প্রেসার প্ল্যান্ট**

১. ওয়ার্কিং সিলিন্ডার বা প্রধান চালিকা যন্ত্র ব্যতীত প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রত্যেক প্ল্যান্ট বা মেশিনারি বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চ অপেক্ষা অধিকতর চাপে চালিত হইলে-

(ক) উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন কার্যকর পদার্থ দ্বারা ত্রুটিহীন ও উত্তমরূপে নির্মিত হইতে হইবে;

(খ) নিরাপদ অবস্থায় যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(গ) নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি দ্বারা সজ্জিত বা নির্মিত (Fitted) হইতে হইবে, যথা :

(অ) সর্বোচ্চ চাপ সহনীয় ক্ষমতা (Working Pressure) অতিক্রান্ত না হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধায়ক একটি নিরাপত্তা বাল্ব বা অনুরূপ কার্যকর কৌশল;

(আ) সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য যথোপযুক্ত প্রেসার গেজ বা মিটার;

(ই) যথোপযুক্ত স্টপ বাল্ব; এবং

(ঈ) পুঞ্জীভূত তরল পদার্থ নিঃসরণের জন্য নিম্নভাগে যথোপযুক্ত ড্রেন কক বা বাল্ব সংযোজন;

২. এই বিধির কোনো কিছুই Boiler Act, ১৯২৩ (Act No. V of 1923) এর আওতাভুক্ত কোনো প্রেসার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এবং গ্যাস পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত বহনযোগ্য ভ্যাসেলের নির্মাণ বা ব্যবহার এমন যে, উহা পরীক্ষা করা প্রয়োজনী বা বাস্তবসম্মত নয় তাহা হইলে তিনি এই বিধির যেকোনো বা সকল বিধান হইতে যেকোনো ভ্যাসেলকে অব্যাহতি প্র করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা- এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) "যোগ্যব্যক্তি" বলিতে কোনো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল বিভাগের ওয়ার্কশপ তত্ত্বাবধায়ক পর্যায়ে ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং সরকার কর্তৃক ফরম-৩০ অনুযায়ী, সময় সময়, ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও ই অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) "ভ্যাসেল" বলিতে যেকোনো ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বদ্ধ ভ্যাসেলকে বুঝাইবে, তবে ফিড পাম্প, স্টীম পাম্প, টারবাইন ক্যানিং, কমপ্রেসার সিলিন্ডার, বাল্ব, এয়ার ভ্যাসেল বা পাম্প, সাধারণ নমুনার পাইপ ফয়েল, সিলিন্ড এবং ইন্টারকিং গার্ড ও রিলের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ ৪৬৫ বর্গমিটারের কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বায়ুচাপে সামান্য বেশি গ্যাসহোল্ডার নিশ্চল উঁচু স্থানসহ তরল পদার্থের ভ্যাসেল বায়ু ভর্তি অ্যাকুমুলেটর ব্যতীত হাইড্রে অপারেটিং সিলিন্ডার ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

## ধারা ৭২। মেঝে, সিঁড়ি এবং যাতায়াত পথ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে-

১. সকল মেঝে, সিড়ি, চলাচল পথ মজবুতভাবে নির্মাণ করিতে এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজ হইলে উহাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মজবুত রেলিং-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে;

২. যে স্থানে কোনো সময়ে কোনো ব্যক্তিকে কাজ করিতে হয়, সে স্থানে যাতায়াতের জন্য, যুক্তি সংগতভাবে যতদূর সম্ভব নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং

৩. কর্মস্থলের সকল ফ্লোর, চলাচলের পথ ও সিঁড়ি পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত ও বাধা-বন্ধকহীন হইতে হইবে।

## ধারা ৭৩। পিট, সাম্প, সুড়ঙ্গ মুখ ইত্যাদি

যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো স্থির আধার, কূপ, গর্ত অথবা সুড়ঙ্গ পথ এমন হয় যে, উহার গভীরতা, অবস্থান, নির্মাণ, অথবা অভ্যন্তরীস্থ বস্তুর কারণে ইহা বিপদের কারণ হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে উহাকে মজবুতভাবে নিরাপদ ঘেরা অথবা ঢাকনা দিয়া রাখিতে হইবে।

## ধারা ৭৪। অতিরিক্ত ওজন

কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিককে, তাহার ক্ষতি হইতে পারে এমন কোনো ভারী জিনিস উত্তোলন, বহন অথবা নাড়াচাড়া করিতে দেওয়া যাইবে না।

## বিধি

৬৩। **অতিরিক্ত ওজন**

১. কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো পুরুষ বা মহিলাকে নিম্নবর্ণিত ওজনের অতিরিক্ত ওজনবিশিষ্ট কোনো দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার বা সরঞ্জাম কাহারো সাহায্য ব্যতীত হাতে বা মাথায় করিয়া উত্তোলন, বহন বা অপসারণের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা যাইবে না, যথা :

(ক) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ..... ৫০ কিলোগ্রাম; এবং

(খ) প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা ..... ৫০ কিলোগ্রাম

২. পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত রাস্তা অবশ্যই এমনভাবে বাধামুক্ত হইতে হইবে যাহাতে শ্রমিকের হোঁচট খাইবার সম্ভাবনা না থাকে এবং কোনো মতেই উহা পিচ্ছিল হইতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ওজন বহন করিয়া উপরে উঠাইতে হয় সেই ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পরিমাণ কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ অনুযায়ী পরিদর্শকের নির্দেশ মোতাবেক কম করিতে হইবে যাহা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে ৪০ কিলোগ্রাম এবং প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৫ কিলোগ্রামের অধিক হইবে না।

৩. কোনো মালিকের বা প্রতিষ্ঠানের কাজে, কিশোর বা কিশোরী ও অন্তসত্ত্বা অবস্থায় কোনো মহিলাকে কোনো দ্রব্য, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি হাতে বা মাথায় করিয়া বহন, উত্তোলন বা অপসারণের জন্য নিয়োজিত করা যাইবে না।

৪. উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ৫০ কিলোগ্রাম ওজন বহনের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ শ্রমিক যে মজুরি পাইবেন ৩০ কিলোগ্রাম ওজন বহনের ক্ষেত্রে একজন মহিলা শ্রমিকও একই হারে মজুরি পাইবেন, তিনি যেভাবেই নিয়োজিত হউন না কেন।

## বিধি

৬৪। **চোখের**

১. নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন হয় এইরূপ প্রত্যেক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য যথোপযুক্ত নিরাপত্তা চশমা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হ্যান্ড শিল্ড এবং উহার আশেপাশে নিযুক্ত ব্যক্তিদের র জন্য কার্যকরভাবে কালো কাপড়ের বা বোর্ডের পর্দার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যথা :

(ক) যান্ত্রিক শক্তিতে চালিত ঘূর্ণায়মান চাকা বা চাকতিতে শুকনো চূর্ণকরণ কাজে ধাতু বা ধাতব পদার্থ হাতের সাহায্যে প্রয়োগ এবং শুকনো অবস্থায় ঢালাই লোহা বা অলৌহজাত ধাতু বা অনুরূপ ধাতব বা লৌহজাত পদার্থ পাক দেওয়ার (বহিঃ বা অন্ত) কাজ

(খ) বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডিং, আর্ক ওয়েল্ডিং এবং অক্সিএসিটিলিন বা এই ধরনের প্রক্রিয়া দ্বারা ধাতু ঝালাই, কাটার প্রক্রিয়া বা রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার; এবং

(গ) ঠাণ্ডা রিভিট বা বল্টু কাটা বা বিন্যস্ত করা, হস্তচালিত যন্ত্রপাতি বা অন্য বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি দ্বারা পাথর, কংক্রিট খণ্ড বা অনুরূপ বস্তু ফালি করা, পাত করা, ছাঁটা এবং ভাঙ্গা বা মসৃণ করিবার কাজ।

২. উক্তরূপ কাজ ব্যতীত যে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে চোখে আঘাত লাগিবার বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে সেই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই কার্যকর মেশিন গার্ড বা চোখের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এইরূপ চশমা ব্যবহার করিতে হইবে।

## ধারা ৭৬। ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশ নির্ণয় অথবা উহার স্থায়িত্ব পরীক্ষার ক্ষমতা

যদি কোনো পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো ভবন বা উহার অংশ বিশেষ, অথবা উহার কোনো পথ, যন্ত্রপাতি অথবা প্ল্যান্ট এমন অবস্থায় আছে যে, উহা মানুষের জীবন ও র জন্য হুমকিস্বরূপ তাহা হইলে তিনি প্রতিষ্ঠানের মালিকের উপর লিখিত আদেশ জারী করিয়া, উহাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত কাজ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, যথা :

১. উক্ত ভবন, রাস্তা, যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট নিরাপদভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা- উহা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নকশা এবং অন্যান্য তথ্য বা বিবরণ সরবরাহ করা;

২. কোনো নির্দিষ্ট অংশের মান বা শক্তি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং উহার ফলাফল পরিদর্শককে অবহিত করা।

## ধারা ৭৭। বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

১. কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কক্ষ, আধার, চৌবাচ্চা, গর্ত, পাইপ, ধূমপথ, অথবা অন্যান্য সীমাবদ্ধ স্থানে যেখানে বিপজ্জনক ধোঁয়া এই পরিমাণে থাকার সম্ভাবনা আছে, যাহা দ্বারা কোনো ব্যক্তির আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকিয়া যায়, কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবেন না বা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না, যদি না সেখানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাপের কোনো ম্যানহোল অথবা বাহির হইবার কার্যকর ব্যবস্থা থাকে।

২. উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো সীমাবদ্ধ স্থানে ২৪ ভোল্টের অধিক ভোল্টেজ যুক্ত কোনো বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক বাতি উহার অভ্যন্তরে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যাইবে না এবং যে ক্ষেত্রে কোনো ধোঁয়া দাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে ক্ষেত্রে দাহ্য নিরোধক বস্তু দ্বারা নির্মিত বাতি ছাড়া অন্য কোনো বাতি উক্ত স্থানে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

৩. কোনো প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কোনো সীমাবদ্ধ স্থানে কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করিবেন না বা প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না, যদি না উহা হইতে ধোঁয়া নিষ্কাশন এবং প্রবেশ প্রতিরোধ ব্যবস্থা করার জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থা গ্রহণ করা হয়, এবং যদি না নিম্নলিখিত যেকোনো একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়-

(ক) কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষান্তে এই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয় যে, স্থানটি বিপজ্জনক ধোঁয়া হই মুক্ত, এবং উহা প্রবেশের জন্য উপযুক্ত; অথবা

(খ) সংশ্লিষ্ট শ্রমিক একটি উপযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন এবং তাহার কোমর বন্ধের সঙ্গে এমন এক রজ্জু বাঁধা আছে যাহার খোলা প্রান্ত উক্ত স্থানের বাহিরে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তির হাতে আছে।

৪. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র, সজ্ঞান করার যন্ত্র, কোমরবন্ধ এবং রজ্জু তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য উক্তরূপ স্থানের নিকটেই মজুদ রাখিতে হইবে, এবং উক্তরূপ সরঞ্জাম কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সময় সময় পরীক্ষিত হইতে হ এবং উহা ব্যবহারের যোগ্য- এই মর্মে তৎকর্তৃক প্রত্যয়িত হইতে হইবে, এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে উক্তরূপ সরঞ্জাম ব্যবহার এবং শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহ করার পন্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে

৫. কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তিকে বয়লার, বয়লারের চুল্লি, ধূমপথ, আধার, চৌবাচ্চা, পাইপ অথবা কোনো সীমাবদ্ধ স্থানে উহাতে কাজ করার জন্য অথবা উহাতে কোনো পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা বায়ু প্রবাহের দ্বারা যথেষ্ট ঠাণ্ডা করা হইয়াছে অথবা অন্য কোনোভাবে মানুষের প্রবে জন্য উপযুক্ত করা হইয়াছে।

## বিধি

**৬৫। বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা**

১. কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারেন এবং সেই স্থান হইতে এমন বিপজ্জনক ধোঁয়া উদগত হইতে পারে যাহা কোনো ব্যক্তির পক্ষে ঝুঁকির কারণ হয় এমন প্রত্যেক আধার, কূপ, গর্ত, সুরঙ্গ পথ বা অন্য আবদ্ধ স্থান, আয়তাকার এবং ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার ম্যানহোল সজ্জিত রাখিতে হইবে এবং উহা-

(ক) আয়তাকার বা ডিম্বাকৃতি হইলে দৈর্ঘ্যে ৪০.৬৫ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থে ৩০.৫০ সেন্টিমিটারের কম হইবে না;

(খ) গোলাকার হইলে উহার ব্যাস ৪০.৬৫ সেন্টিমিটারের কম হইবে না;

(গ) অক্সিজেনের মাত্রা ১৯ শতাংশের কম বাতাস বিশিষ্ট হইবে না;

(ঘ) পানি আবদ্ধ অবস্থায় থাকা বা পানি প্রবেশের ঝুঁকিমুক্ত হইবে;

(ঙ) সহজে উঠা নামার জন্য প্রবেশমুখ হইতে তলা পর্যন্ত স্থায়ী গাঁথুনির মইয়ের ব্যবস্থা সমৃদ্ধ হইতে হইবে।

২. ধারা ৭৭ এ উল্লিখিত 'উপযুক্ত ব্যক্তি' বলিতে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের এতদবিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং সরকার কর্তৃক ফরম-৩০ অনুযায়ী ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

## বিধি

**৬৬। কর্মকক্ষে ধূমপান এবং উন্মুক্ত আলো নিষিদ্ধকরণ**

প্রতিষ্ঠানের যেকোনো স্থানে বিপজ্জনক হইতে পারে বা পরিদর্শক যে স্থানে নির্দেশ প্রদান করেন সেইরূপ স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করিয়া এবং উন্মুক্ত আলোর (যেমন- মোমবাতি, কুপি, দেশলাই, গ্যাস লাইটার, ইত্যাদি) ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া এবং আগুন লাগিবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাবধানতা সম্পর্কে সহজ বাংলা ভাষায় লিখিত নোটিশ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে।

## ধারা ৭৮। বিস্ফোরক বা দাহ্য, ধুলা ইত্যাদি

১. যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে উত্থিত গ্যাস, ধোঁয়া, বাষ্প বা ধুলা এমন প্রকৃতির বা এমন পরিমাণের হয় যে, উহা বিস্ফোরিত বা প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে উক্তরূপ বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থায় সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা :

(ক) প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় উহা কার্যকরভাবে ঘিরিয়া রাখিয়া;

(খ) উক্তরূপ ধুলা, গ্রাস, ধোঁয়া বা বাষ্প নিষ্কাশন বা উহার সঞ্চয় নিরোধ করিয়া;

(গ) দহনীয় হইবার সম্ভাব্য সকল উৎসকে কার্যকরভাবে ঘিরিয়া রাখিয়া।

২. যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোনো প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি এমনভাবে নির্মাণ করা হয় নাই যাহাতে ইহা উক্তরূপ বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে উৎপন্ন সম্ভাব্য চাপ সহ্য করিতে পারে সেক্ষেত্রে উক্ত প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতিতে চোক, বেফলস, ভেন্টস বা অন্য কোনো কার্যকর যন্ত্রপাতি ব্যবস্থা করিয়া উক্ত বিস্ফোরণের বিস্তার বা প্রভাব রোধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩. যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতির কোনো অংশ কোনো বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস বা বাষ্প স্বাভাবিক বায়ু চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত অংশ নিম্নলিখিত পন্থা ব্যতীত খোলা যাইবে না, যথা :

(ক) উক্ত কোনো অংশের ঢাকনার মুখের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো পাইপের সংযোগ খুলিয়া দেওয়ার পূর্বে উক্ত অংশে কোনো গ্যাস বা বাষ্প প্রবেশ অথবা উক্ত রূপ পাইপ স্টপ-বাল্ব দ্বারা বা অন্য কোনো পন্থায় বন্ধ করিতে হইবে;

(খ) উক্তরূপ কোনো বন্ধন অপসারণ করিবার পূর্বে উক্ত অংশের অথবা পাইপের গ্যাস বা বাষ্পের চাপ স্বাভাবিক বায়ু চাপে কমাইয়া আনার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(গ) যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোনো বন্ধন বা অপসারণ করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে কোনো বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস অথবা বাষ্প উক্ত অংশে অথবা পাইপে, বন্ধন শক্ত করিয়া বাধা না হওয়া পর্যন্ত এবং নিরাপদভাবে প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রবেশ নিরোধ করিবার জন্য সর্ব প্রকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কোনো প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি খোলা মাঠে স্থাপিত হয়, সেক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৪. যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো প্ল্যান্ট, আধার বা চৌবাচ্চাতে কোনো বিস্ফোরক বা দাহ্য পাদর্থ থাকে বা কোনো সময় ছিল, সে ক্ষেত্রে উহাতে তাপ ব্যবহার করিয়া কোনোরূপ ঝালাই বা কাটার কাজ করা যাইবে না, যদি না উক্ত বস্তু বা ধোঁয়া অপসারণ অথবা অদাহ্য বা অবিস্ফোরক অবস্থায় রূপান্তর করার জন্য প্রথমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, এবং উক্তরূপ কোনো পদার্থ উক্ত প্ল্যান্ট, আঁধার বা চৌবাচ্চায় উক্তরূপ কোনো কাজ করার পর প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট ধাতু উক্ত বস্তুকে দাহ্য করার বিপদ রোধ করার মতো যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়।

## ধারা ৭৯। বিপজ্জনক চালনা

যে ক্ষেত্রে সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্ম পরিচালায় ইহাতে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির সাংঘাতিক শারীরিক জখম, বিষয়াক্রান্ত বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে সরকার বিধি দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখিত বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা :

(ক) কোন কোন পরিচালনা ঝুঁকিপূর্ণ উহা ঘোষণা;

(খ) মহিলা, কিশোর এবং শিশুদের উক্ত কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা;

(গ) উক্ত কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং উক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়িত হন নাই এই রকম কোনো ব্যক্তির ইহাতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা;

(ঘ) উক্ত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বা উহার আশেপাশে কর্মরত ব্যক্তিগণের সু-রক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ কোনো বস্তু বা পন্থা ব্যবহার করা; এবং

(ঙ) ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে নোটিশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার নোটিশ

## বিধি

৬৮। **বিপজ্জনক চালনা**

১. ধারা ৭৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ বিপজ্জনক কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে, যথা :

(ক) বাতাম্বিত পানি (Aerated Water) তৈরি এবং ইহার আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া;

(খ) তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রলেপ দেওয়া বা ক্রোমিক অ্যাসিড বা অন্য ক্রোমিয়াম যৌগ দ্বারা তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ধাতব পদার্থ জারণ;

(গ) বৈদ্যুতিক অ্যাক্যুমুলেটর তৈরি বা মেরামত;

(ঘ) কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্যাদি তৈরি;

(ঙ) ধাতু শান দেওয়া বা চকচকে করা;

(চ) সীসা, সীসার শংকর বা সীসার কতিপয় যৌগ তৈরি, মেরামত বা এইসব লইয়া কাজ করা;

(ছ) বিপজ্জনক পেট্রোলিয়াম হইতে গ্যাস উৎপাদন;

(জ) সংকুচিত বায়ু বা বাষ্প দ্বারা চালিত বালি জেট ধাতব গোলা বা কাঁকর বা এবরো- থেবরো কোনো জিনিস দ্বারা কোনো বস্তু পরিষ্কার করা বা মসৃণ করিবার কাজ;

(ঝ) কাঁচা চামড়ার লাইমং ও ট্যানিং এবং ইহার আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া;

(ঞ) যন্ত্রের সাহায্যে পাট, শন বা অন্য তন্তু নরম করিবার কাজ;

(ট) ৫০ কেজির অতিরিক্ত ওজনসম্পন্ন পণ্যের কোনো গাঁট গুদামে উঠানো, সাজানো ও গুদামজাতকরণ এবং জাহাজ বা অন্য কোনো পরিবহণে বোঝাই করিবার কাজ;

(ঠ) সেল্যুলোজ দ্রবণ প্রস্তুত, ব্যবহার বা জমা করিবার কাজ;

(ড) ক্রোমিক অ্যাসিড তৈরি অথবা সোডিয়াম বাইক্রোমেট, পটাশিয়াম বাইক্রোমেট বা অ্যামোনিয়াম বাইক্রোমেট প্রস্তুত বা পুনরুদ্ধারের কাজ;

(ঢ) ছাপাখানা বা টাইপ ফাউন্ড্রী যেখানে কোনো সীসার প্রক্রিয়া চালানো হয়;

(ণ) সংকুচিত হাইড্রোজেন বা সংকুচিত অক্সিজেন প্রস্তুতের কাজ;

(ত) সিরামিক দ্রব্যাদি তৈরি বা মৃৎ পাত্রাদি তৈরির কাজ;

(থ) রাসায়নিক আঁঠালো ক্ষার প্রক্রিয়ার রেয়ন তৈরির কাজ;

(দ) প্লাস্টিক ও পলিথিন দ্রব্যাদির প্রক্রিয়াকরণ;

(ধ) বিষাক্ত গ্যাস জমা হয় বা সৃষ্টি হইবার আশংকা থাকে এমন কাজ, বিশেষ করিয়া পরিত্যক্ত বা বদ্ধ কুয়া, সেপটিক ট্যাংক, স্যুয়ারেজ লাইন এবং পুরাতন জাহাজ ভাঙ্গিবার কাজ;

(ন) রাসায়নিক সার বা কেমিক্যাল তৈরির কাজ;

(প) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাথর বা ইট ভাঙ্গা বা ক্রাশ করিবার কাজ;

(ফ) ভূমি সমতল হইতে অন্যূন ৩ মিটার উচ্চতার এবং ২ মিটার গভীরের কোনো কাজ;

(ব) বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং বা বৈদ্যুতিক পরিবাহী লাইনে কাজ;

(ভ) ইটের চুল্লিতে কাজ;

(ম) খনির অভ্যন্তরীণ কাজ;

২. দুর্ঘটনা ঘটিবার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে বা শ্রমিক কাজে যোগদানের পর প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তাহার অধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফরম-২৭(ক) অনুযায়ী উক্ত দুর্ঘটনার সর্বশেষ অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-মহাপরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

## বিধি

**৭১। বিপজ্জনক ঘটনার নোটিস**

কোনো প্রতিষ্ঠানে বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, গৃহ ধ্বস অথবা মেশিনে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং ইহাতে কেহ ব্যক্তিগতভাবে আহত হউক বা না হউক, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অনুরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ তিন কর্মদিবসের মধ্যে ফরম-২৭(খ) অনুযায়ী বিধি ৬৯ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক), (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

## বিধি

**৭২। মারাত্মক দুর্ঘটনার স্থান**

১. দুর্ঘটনার ফলে অঙ্গহানি বা প্রাণহানি ঘটিলে দুর্ঘটনা ঘটিবার স্থানটি দুর্ঘটনার পর যেভাবে ছিল সংবাদ প্রেরণের পর পরিদর্শক স্থানটি পরিদর্শন না করা পর্যন্ত অথবা ঘটনা সংঘটিত হইবার পরবর্তী অন্তত তিন দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২. পরিদর্শক উক্ত দুর্ঘটনার তদন্তের তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং করণীয় সম্পর্কে মালিকে অবহিত করিবেন।

৩. উপ-বিধি (১) ও (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে এবং মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে এই বিধানের ব্যত্যয় ঘটানো যাইবে।

## বিধি

**৭৩। দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার রেজিস্টার এবং ষাণ্মাসিক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন**

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত প্রতিটি দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার রেকর্ড ফরম-২৮ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবেন এবং মালিক কর্তৃক কী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাও রেজিস্টারে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২. উপ-বিধি (১) এর অধীন রেজিস্টারে সংরক্ষিত তথ্য ৬ (ছয়) মাস শেষ হইবার ১০ কর্ম দিবসের মধ্যে পরিদর্শকের নিকট ষাণ্মাসিক দুর্ঘটনার তথ্য প্রতেবিদন আকারে দাখিল করিতে হইবে।

## ধারা ৮২। কতিপয় ব্যাধি সম্পর্কে নোটিশ

১. যে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত ব্যাধি দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিক আক্রান্ত হন, সে ক্ষেত্রে মালিক অথবা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বিধিদ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও সময়ের মধ্যে, তৎসম্পর্কে পরিদর্শককে নোটিশ মারফত অবহিত করিবেন।

২. যদি কোনো রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কোনো প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বা ভূতপূর্ব কোনো শ্রমিককে চিকিৎসা কালে দেখেন যে, তিনি দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোনো ব্যাধিতে ভুগিতেছেন বা ভুগিতেছেন বলিয়া তাহার সন্দেহ হইতেছে, তাহা হইলে উক্ত চিকিৎসক অবিলম্বে একটি লিখিত রিপোর্ট মারফত প্রধান পরিদর্শককে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করিবেন, যথা:-

(ক) রোগীর নাম এবং ডাক যোগাযোগের ঠিকানা;

(খ) রোগী যে রোগে ভুগিতেছেন বা ভুগিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইতেছে তাহার নাম;

(গ) যে প্রতিষ্ঠানে রোগী বর্তমানে কাজ করিতেছেন বা সর্বশেষ কাজ করিয়াছেন, তাহার নাম ও ঠিকানা।

৩. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দ্বিতীয় তফসিলে কোনো নূতন রোগ সংযোজন করিতে পারিবে অথবা উহা হইতে কোনো রোগ বাদ দিতে পারিবে।

## বিধি

**৭৪। পেশা বিষয়ক ও বিষক্রিয়াজনিত ব্যাধির নোটিশ**

১. ধারা ৮২ অনুসারে কোনো মালিকের নিকট যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় অথবা তিনি জ্ঞাত হইতে পারেন যে, প্রতিষ্ঠানের কোনো শ্রমিক আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উহা ফরম-২৯ অনুযায়ী নোটিশ মারফত পরিদর্শককে অবহিত করিবেন।

২. উপ-বিধি (১) এর অধীন অবহিত হইবার পর পরিদর্শক উক্ত শ্রমিককে জেলা সিভিল সার্জনের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩. সিভিল সার্জন উক্ত শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া একটি প্রতিবেদন মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শকের নিকট প্রদান করিবেন, যাহা পরিদর্শক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মালিকে নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪. এই বিধির অধীন পরীক্ষার সকল ব্যয় মালিক বহন করিবেন।

## ধারা ৮৩। দুর্ঘটনা বা ব্যাধি সম্পর্কে তদন্তের প্রদানের ক্ষমতা

১. যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ, প্রজ্বলন, অগ্নিকাণ্ড বা সবেগে পানি প্রবেশ অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, অথবা যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোনো ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় বা দিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, এবং সরকার যদি মনে করে যে, উক্তরূপ দুর্ঘটনা বা ব্যাধির উদ্ভবের কারণ তৎসম্পর্কিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে সরকার কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে উক্তরূপ তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবে, এবং আইনের বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে তদন্তকালে এসেসর হিসাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবে।

২. উক্ত তদন্তকারী ব্যক্তির, কোনো সাক্ষীর উপস্থিতি, দলিল বা অন্য কোনো বস্তু পেশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনে এতদসংক্রান্ত দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে, এবং কোনো ব্যক্তিকে তদন্তের উদ্দেশ্যে কোনো সংবাদ দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিলে সে ব্যক্তি দণ্ড বিধির ধারা ১৭৬ এর অর্থে উহা করিতে আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩. তদন্তের প্রয়োজনে উক্ত তদন্তকারী এই আইনের অধীন কোনো পরিদর্শকের যে যে ক্ষমতা তাহার প্রয়োগ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, তাহা তিনি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৪. তদন্তকারী ব্যক্তি সরকারের নিকট তাহার রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং এই রিপোর্টে দুর্ঘটনার কারণ এবং তৎসম্পর্কিত পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং এতদবিষয়ে তাহার এবং এসবের কোনো মন্তব্য থাকিলে তাহাও ব্যক্ত করিবেন।

৫. সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পন্থায়, উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করিবে।

## ধারা ৮৬। বিপজ্জনক ভবন এবং যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান

১. যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক দেখিতে পান যে, উহার কোনো ভবন বা যন্ত্রপাতি, যাহা শ্রমিকেরা সাধারণত ব্যবহার করেন এমন বিপজ্জনক অবস্থায় আছে যে, উহা যেকোনো সময় কোনো শ্রমিকের শারীরিক জখম প্রাপ্তির কারণ হইতে পারে, সেক্ষেত্রে তিনি অবিলম্বে তৎসম্পর্কে লিখিতভাবে মালিককে অবহিত করিবেন।

২. উক্তরূপ সংবাদ প্রাপ্তির পর মালিক যদি তিন দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত ভবন বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার কারণে কোনো শ্রমিক যদি জখম প্রাপ্ত হন তাহা হইলে মালিক, অনুরূপ জখম প্রাপ্ত শ্রমিককে, দ্বাদশ অধ্যায়ের অধীন উক্তরূপ জখমের জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের দ্বিগুণ হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

## ধারা ৮৯। প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সকল কর্ম সময়ে যাহাতে সহজে পাওয়া যায় এমনভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সমৃদ্ধ বাক্স অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত সরঞ্জাম সমৃদ্ধ আলমিরার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২. উক্ত রূপ বাক্স বা আলমিরার সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানে সাধারণত নিয়োজিত প্রত্যেক একশত পঞ্চাশ জন শ্রমিকের জন্য একটির কম হইবে না।

৩. প্রত্যেক প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স অথবা আলমিরা এমন একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে যিনি প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যাহোক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্ম সময়ে পাওয়া যাইবে।

৪. প্রত্যেক কর্মকক্ষে উক্ত ব্যক্তির নাম সম্বলিত একটি নোটিশ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি তাহাকে সহজে শনাক্ত করা যায় মতো ব্যাজ পরিধান করিবেন।

৫. যে সকল প্রতিষ্ঠান সাধারণত তিনশ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োজিত থাকেন সে সকল প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত মাপের ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত অথবা অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত ডিসপেনসারীসহ একটি রোগী কক্ষ থাকিবে, এবং উক্ত কক্ষটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফের দায়িত্বে থাকিবে।

## বিধি

৭৬। **প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি**

১. ধারা ৮৯(১) এর বিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ, শাখা ও তলায় কমপক্ষে একটি করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স বা আলমিরা থাকিতে হইবে এবং উহা সুস্পষ্টভাবে রেড ক্রিসেন্ট বা ক্রস চিহ্নযুক্ত হইতে হইবে এবং ব্যক্তির সংখ্যার ভিত্তিতে উহাতে উপ-বিধি (২), (৩) বা (৪) এ বর্ণিত সরঞ্জামাদি থাকিবে।

২. যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহৃত হয় এমন প্রতিষ্ঠান, বিভাগ, শাখা ও তলায় নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা যদি ১০ এর অধিক না হয় অথবা যেসব প্রতিষ্ঠানে কোনো যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করা হয় না সেখানে যদি নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৫০ এর অধিক না হয় তবে সেইসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বা আলমারিতে নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি থাকিবে, যথা:-

(ক) ৬টি ছোট জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ;

(খ) ৩টি (প্রতিটি ০.৫ আউন্স) প্যাকেট জীবাণুমুক্ত তুলা;

(গ) ৩টি মাঝারি আকৃতির জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ;

(ঘ) ৩টি বড় আকৃতির জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ;

(ঙ) পুড়ে যাইবার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য ৩টি বড় আকৃতির জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ;

(চ) হিবিসল বা হেক্সসল ভর্তি ১টি (১ আউন্স) বোতল;

(ছ) রেকটিফাইড স্পিরিট ভর্তি ১টি (১ আউন্স) বোতল;

(জ) এক জোড়া কাঁচি;

(ঝ) প্রাথমিক চিকিৎসার প্রচারপত্র ১ কপি;

(ঞ) বেদনানাশক ও অ্যান্টাসিড জাতীয় বড়ি, পোড়ায় ব্যবহারের মলম, চোখের মলম এবং শল্য চিকিৎসার উপযুক্ত অ্যান্টিসেপটিক দ্রবণ; এবং

(ট) ৩টি খাবার স্যালাইন প্যাকেট।

৩. যেসব প্রতিষ্ঠানে বিভাগ, শাখা ও তলায় যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহৃত হয় এবং নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১০ (দশ) এর অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) অতিক্রম করে না সেখানে প্রতিটি প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বা আলমিরাতে নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি থাকিবে, যথা :

(ক) ১২টি ছোট জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ;

(খ) ৬টি মাঝারি আকারের জীবাণুমুক্ত তুলার প্যাকেট;

(গ) ৬টি বড় আকারের জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ;

(ঘ) পুড়ে যাইবার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য ৬টি বড় আকৃতির জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ;

(ঙ) ৬টি (০.৫ আউন্স) জীবাণুমুক্ত তুলার প্যাকেট;

(চ) হিবিসল বা হেক্সসল ভর্তি ১টি (২ আউন্স) বোতল;

(ছ) ১টি (২ আউন্স) রেকটিফাইড স্পিরিট বোতল;

(জ) টুর্নিকেট (রক্তপাত বন্ধ করিবার উপকরণ);

(ঝ) ১ রোল আঁঠালো প্লাস্টার;

(ঞ) ১ জোড়া কাঁচি;

(ট) প্রাথমিক চিকিৎসার প্রচারপত্র ১ কপি;

(ঠ) বেদনানাশক ও অ্যান্টাসিড, পোড়ায় ব্যবহারের মলম, চোখের মলম এবং শল্য চিকিৎসার উপযুক্ত জীবনাণুনাশক দ্রবণ; এবং

(ড) ৬টি খাবার স্যালাইন প্যাকেট।

৪. ৫০ (পঞ্চাশ) জন বা ইহার চাইতে অধিক লোক নিয়োগ করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানের বিভাগ, শাখা ও কলায় প্রতিটি প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বা আলমারিতে মহাপরিদর্শক কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি থাকিবে, যথা :

(ক) ১২টি (০.৫ আউন্স) জীবাণুমুক্ত তুলার প্যাকেট;

(খ) ১২ মাঝারি আকারের জীবাণুমুক্ত তুলার প্যাকেট;

(গ) ১২টি বড় আকারের জীবাণুমুক্ত তুলার প্যাকেট;

(ঘ) ২৪টি ছোট জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ;

(ঙ) পোড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য ১২টি বড় আকারের জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ;

(চ) ১২টি (৪" চওড়া) রোলার ব্যান্ডেজ;

(ছ) ১২টি (২" চওড়া) রোলার ব্যান্ডেজ;

(জ) ৬টি ত্রিকোণাকৃতি ব্যান্ডেজ;

(ঝ) টুর্নিকেট (রক্তপাত বন্ধ করিবার উপকরণ);

(ঞ) শতকরা ২ ভাগ আয়োডিনের অ্যালকোহলিক দ্রবণ ভর্তি ১টি বোতল (৪ আউন্স);

(ট) এক জোড়া কাঁচি;

(ঠ) ১টি (৪ আউন্স) রেক্টিফাইড স্পিরিট ভর্তি বোতল;

(ড) ২ প্যাকেট নিরাপত্তা পিন;

(ঢ) হাড়ভাঙ্গার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য ১২টি বাঁশের/কাঠের চটি;

(ণ) বেদনানাশক ও অ্যান্টাসিড বড়ি, পোড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য মলম এবং শল্য চিকিৎসার জীবাণুনাশক দ্রব্য;

(ত) খাবার স্যালাইন প্যাকেট ১২টি; এবং

(থ) ১টি প্রাথমিক চিকিৎসার প্রচারপত্র।

৫. এই বিধিতে উল্লিখিত বাক্স ও আলমারি, যন্ত্রপাতি এবং উপকরণসমূহ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার পরীক্ষা করিতে হইবে এবং কোনো সামগ্রীর মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখের অন্তত এক মাস পূর্বে উহা পরিবর্তন করিতে হইবে।

৬. যে প্রতিষ্ঠানে যথাযথ সাজ-সরঞ্জামসহ চিকিৎসা কক্ষ রহিয়াছে অথবা যেখানে অনুরূপ সবকিছু অন্তত একটি বাক্সে সংরক্ষণ করা হয় সেইখানে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে শুধুমাত্র উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত সরঞ্জাম থাকিলে চলিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক, সময়ে সময়ে, উক্ত বাক্স বা আলমারিতে অন্য কোনো সরঞ্জাম যোগ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলে উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

## বিধি

৭৭। **চিকিৎসা কক্ষ**

১. প্রতিটি কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে ডিসপেনসারিসহ চিকিৎসা কক্ষ কমপক্ষে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের দায়িত্বে থাকিবে এবং তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য অন্যূন একজন প্রশিক্ষিত কম্পাউন্ডার বা মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্স এবং অধস্তন কর্মচারী থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক হইলে অন্যূন দুইজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক ও তাহাদেরকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং নার্স রাখিতে হইবে।

২. চিকিৎসা কক্ষ যতখানি সম্ভব প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশ হইতে আলাদা থাকিবে এবং প্রতিষ্ঠানের যে সকল অংশে সহনীয় মাত্রার অধিক শব্দপূর্ণ প্রক্রিয়া চলে সেইসব অংশের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত হইবে না।

৩. যে ভবন বা ভবনের কোনো অংশ রোগী কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে তাহার নকশা ও জায়গার নকশা পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৪. চিকিৎসা কক্ষের মেঝে মসৃণ, অভেদ্য ও মজবুত হইবে এবং দেয়ালসমূহ ১.৫০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত অভেদ্য হইবে এবং কক্ষটি পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল সম্পন্ন এবং স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয়ভাবে আলোকিত থাকিতে হইবে।

৫ চিকিৎসা কক্ষ প্রাথমিক চিকিৎসা ও রোগীর আরামের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং উহাতে কমপক্ষে নিম্নবর্ণিত আসবাব ও সরঞ্জামাদি থাকিবে, যথা :

(ক) গরম পানি ও ঠাণ্ডা পানির একটি প্রলেপযুক্ত পাত্র;

(খ) মসৃণ উপরিতল বিশিষ্ট ১.৮৬ x ১.১০ মিটার মাপের একটি টেবিল;

(গ) যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থা;

(ঘ) শোয়ার জন্য দুইটি আসন ও ২টি স্ট্রেচার ও ১টি হুইল চেয়ার;

(ঙ) দু'টি বালতি বা আঁটসাঁট ঢাকনাযুক্ত পাত্র;

(চ) পানি গরম করিবার জন্য একটি কেটলি ও স্পিরিট স্টোভ বা অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা;

(ছ) ১২টি (৯১.৪৪ সে.মি. x ১০.১৬ সে.মি. x ০.৬৩ সে.মি.) কাঠের সাধারণ চটি;

(জ) ১২টি (৩৫.৫৬ সে.মি. x ৭.৬২ সে.মি. x ০.৬৩ সে.মি.) কাঠের সাধারণ চটি;

(ঝ) ৬টি (২৫.৪০ সে.মি. x ৫.০৮ সে.মি. x ০.৬৩ সে.মি.) কাঠের সাধারণ চটি;

(ঞ) ৬টি পশমি কম্বল;

(ট) একজোড়া আটারি ফরসেপ;

(ঠ) দু'টি মাঝারি আকারের স্পঞ্জ;

(ড) ৬টি হাত তোয়ালে;

(ঢ) চারটি ট্রে;

(ণ) চারটি কার্বলিক সাবান;

(ত) ২টি কাচের পাত্র;

(থ) ২টি ডাক্তারি থার্মোমিটার এবং কয়েকটি হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ;

(দ) দাগকাটা মাপন গ্যাস এবং চা চামচ;

(ধ) চোখ ধোয়ার সরঞ্জাম;

(ন) এক বোতল (১ লিটার) ১:২ কার্বলিক লোশন;

(প) ৩টি চেয়ার;

(ফ) একটি পর্দা;

(ব) একটি বৈদ্যুতিক হ্যান্ড টর্চ;

(ভ) ৭৬ (১) নং বিধি মোতাবেক নির্ধারিত মানের একটি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স বা আলমারি;

(ম) ধনুষ্টংকার প্রতিরোধক সিরামের পর্যাপ্ত সরবরাহ; এবং

(য) টুর্নিকেট (রক্ত বন্ধ করিবার উপকরণ)।

৬. হাসপাতাল হইতে কোনো যানবাহন পাইবার ব্যবস্থা না করা থাকিলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিককে গুরুতর দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবহণের জন্য উপযুক্ত ও সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম অবস্থায় যানবাহনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৭. চিকিৎসা কক্ষে সেবাদানকৃত সকল দুর্ঘটনা এবং অসুস্থতার চিকিৎসার রেকর্ড রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজনে পরিদর্শকের সমীপে উহা উপস্থাপন করিতে হইবে।

৮. পরিদর্শক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশিত মাত্রায় ঔষধপত্র ডিসপেনসারীতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

## বিধি

৭৮। স্বাস্থ্য কেন্দ্র (Health Centre)

১. ধারা ৮৯(৬) এর বিধান মোতাবেক একই মালিকের অধীন যে সকল প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহ একই ভবনে বা একই স্থানে অবস্থিত সেইখানে পাঁচ হাজার বা ততোধিক শ্রমিক-কর্মচারী থাকিলে-

(ক) প্রতিষ্ঠানের মালিক একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং অনুরূপ প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শ্রমিকদের কাজ চলাকালীন চিকিৎসা করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত মেডিকেল স্টাফ থাকিতে হইবে, যথা :

(অ) ৫,০০০ হইতে ৭,৫০০ শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম দুইজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক;

(আ) ৭,৫০১ বা তদূর্ধ্বের জন্য ন্যূনতম তিন জন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক;

## বিধি

৭৯। কল্যাণ কর্মকর্তা

১. ধারা ৮৯ (৮) এর বিধান মোতাবেক কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উহাতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৫০০ জন বা ততোধিক থাকিলে এবং চা-বাগান বা অন্যান্য বাগানের ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা ৫০০ জন বা ইহার অধিক হইলে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন কল্যাণ কর্মকর্তা থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকের সংখ্যা যদি দুই হাজারের অধিক হয় তাহা হইলে, প্রতি দুই হাজার এবং অতিরিক্ত ভগ্নাংশের জন্য একজন করিয়া অতিরিক্ত কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে।

২. কল্যাণ কর্মকর্তাদের কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) শ্রমিকদের বিভিন্ন কমিটি ও যৌথ উৎপাদন কমিটি, সমবায় সমিতি ও ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠনকে উৎসাহিত করা এবং তাহাদের কাজকর্ম তদারক করা;

(খ) বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যথা- ক্যান্টিন, বিশ্রামাগার, শিশুকেন্দ্র, পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা, পানীয়-জল, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা;

(গ) সবেতন ছুটি মঞ্জুরের ব্যাপারে শ্রমিককে সহযোগিতা করা এবং যেকোনো ছুটি ও অন্যান্য নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে শ্রমিকগণকে অবহিত করা;

(ঘ) গৃহ সংস্থান, খাদ্য, সমবায় সমিতিতে ন্যায্য মূল্যের যেকোনো প্রতিষ্ঠানে সামাজিক ও বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ, ইত্যাদি শ্রম কল্যাণমূলক বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা;

(ঙ) শ্রমিকদের কাজের ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও তাহাদের কল্যাণের বিষয়ে সচেষ্ট থাকা ও সুপারিশ করা;

(চ) নবাগত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দান, শ্রমিকদের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও কারিগরি ইন্সটিটিউটে তাহাদের প্রশিক্ষণে যোগদানের উৎসাহ ও মনোনয়ন প্রদানে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) প্রতিষ্ঠানে আইনের বিধানাবলি বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকগণকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

(জ) শ্রমিকদের অধিকতর চিকিৎসা সুবিধার জন্য কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল অফিসারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা;

(ঝ) শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঞ) মজুরি ও চাকরির শর্তের বিষয়গুলি সম্পর্কে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের প্রতিনিধির সহিত আলোচনা;

(ট) মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে সে বিষয়ে আপোস-মীমাংসার জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঠ) শ্রমিকদের বক্তব্য অনুধাবন করা এবং পারস্পরিক মতপার্থক্য দূর করিবার জন্য মালিক ও শ্রমিকদেরকে সহায়তা করা;

(ড) শ্রমিকদের একক বা সমষ্টিগত কোনো অনুযোগ থাকিলে, সেইগুলি ত্বরিত নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা; এবং

(ঢ) কারাখানা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রক্ষার জন্য সংযোগ স্থাপন ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

৩. কল্যাণ কর্মকর্তার যোগ্যতা হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; এবং

(খ) শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক, অনুযোগ-অভিযোগ নিষ্পত্তির দক্ষতাসম্পন্ন।

৪. কল্যাণ কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবার অথবা তাহার চাকরি অবসান ঘটাইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কারখানার বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা মালিককে উহা মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং শূন্য পদটি যথা শীঘ্র সম্ভব পূরণ করিতে হইবে।

৫. কর্তৃপক্ষ কল্যাণ কর্মকর্তাকে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত দায়িত্বাবলি সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা পূরণ করিতে হইবে।

## ধারা ৯০। নিরাপত্তা রেকর্ড বুক সংরক্ষণ

পঁচিশ জনের অধিক শ্রমিক সম্বলিত প্রত্যেক কারখানা/প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা রেকর্ড বুক ও নিরাপত্তা বোর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

## বিধি

৮০। **নিরাপত্তা রেকর্ড বুক সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা তথ্য বোর্ড প্রদর্শন**

১. ধারা ৯০ মোতাবেক প্রত্যেক কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত নিরাপত্তা রেকর্ড বুকে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং উহা পরিদর্শকের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করিতে হইবে, যথা :

(ক) বিপদ বা ঝুঁকির কারণ হইতে পারে প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ও ব্যবহৃত এমন যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির তালিকা;

(খ) ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদির বিষয়ে গৃহীত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, শ্রমিকের স্বাস্থ্যে ইহার সম্ভাব্য প্রভাব ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা;

(গ) কোনো শ্রমিককে কী ধরনের ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হয় তাহার বিবরণ;

(ঘ) যন্ত্রপাতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা

(ঙ) অগ্নিনির্বাপণ মহড়ার তারিখ ও অংশগ্রহণকৃত শ্রমিকের সংখ্যা;

(চ) অগ্নিনির্বাপণ উপকরণসমূহের পুনঃভার্তিকরণের তারিখ;

(ছ) বৈদ্যুতিক ওয়ারিং ও যন্ত্রপাতির পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য;

(জ) নিরাপত্তা কমিটি'র সদস্যদের তালিকা ও এতৎসংক্রান্ত প্রশিক্ষণের তারিখ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা; এবং

(ঝ) নিরাপত্তা সংক্রান্ত মালিক কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য তথ্য।

১. নিরাপত্তা বুকে লিপিবদ্ধ প্রধান প্রধান তথ্যসমূহ সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে উক্ত উদ্দেশ্য প্রস্তুতকৃত ও টাঙ্গানো একটি নিরাপত্তা তথ্য বোর্ডে প্রদর্শন করিতে হইবে।

## বিধি

৮১। **নিরাপত্তা কমিটি গঠন, ইত্যাদি**

১. ধারা ৯০ক অনুযায়ী ৫০ (পঞ্চাশ) বা তদূর্ধ্বে সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছেন বা বৎসরের কোনো এক সময় নিয়োজিত থাকেন এমন প্রত্যেক কারখানার বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ নিরাপত্তা কমিটি গঠন করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যমান কারখানাসমূহের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এবং এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এবং এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পরে স্থাপিত কারখানাসমূহের ক্ষেত্রে উৎপাদন চালু হইবার ৯ (নয়) মাসের মধ্যে নিরাপত্তা কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং ধারা ১৮৩ অনুযায়ী ঘোষিত প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের মালিকগণও এলাকাভিত্তিক অথবা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের আওতা এক উপজেলার অধিক হইলে উপজেলা ভিত্তিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করিবেন।

২. কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ৬ (ছয়) এর কম এবং ১২ (বার) এর অধিক হইবে না এবং উহাতে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে।

৩. কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সদস্য-সচিব ও সদস্যগণ থাকিবেন।

৪. প্রথম সভায় সদস্যগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে একজন সদস্য-সচিব নির্বাচন করিবেন।

৫. কমিটি উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত বিশেষ কোনো ক্ষেত্রের এবং বিভিন্ন শাখা বা বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৬. কমিটি উহার সভাপতি ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিগণকে কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং সহ-সভাপতি ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিগণ যৌথ দরকষাকষি (সিবিএ) অথবা অংশগ্রহণকারী কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিগণ কর্তৃক কর্মরত শ্রমিকদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

৭. শ্রমিকের সংখ্যা অনুযায়ী নিরাপত্তা কমিটি'র সদস্য সংখ্যার আনুপতিক হার হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) ৫০ (পঞ্চাশ) হইতে ৫০০ (পাঁচশত) জন শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন এমন কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে র কমিটি'র মোট সদস্যসংখ্যা হইবে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) জন;

(খ) ৫০১ (পাঁচশত এক) হইতে ১০০০ (এক হাজার) জন শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন এমন কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা কমিটি'র মোট সদস্য সংখ্যা হইবে সর্বোচ্চ ৮ (আট) জন;

(গ) ১০০১ (এক হাজার এক) হইতে ৩০০০ (তিন হাজার) জন শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন এমন কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হইবে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জন;

(ঘ) ৩০০১ (তিন হাজার এক) হইতে তদূর্ধ্ব শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন এমন কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা কমিটি'র মোট সদস্য সংখ্যা হইবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) জন;

৮. কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) উক্ত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা, বিভাগ, ফ্লোর, গোডাউন এবং ইউনিটে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্য হইতে নিরাপত্তা কমিটি'র শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে।

৯. কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি না থাকিলে উক্ত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী কমিটি'র শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিগণ উক্ত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা, বিভাগ, ফ্লোর, গোডাউন এবং ইউনিটে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্য হইতে নিরাপত্তা কমিটি'র শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে।

১০. কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনিবার্য কোনো কারণে বা উপরি-উক্ত উপ-বিধি (৮) ও (৯) অনুযায়ী নিরাপত্তা কমিটি'র শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করিলে এইরূপ বিষয় অবগত হইলে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্মরত শ্রমিকগণের মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে নিরাপত্তা কমিটি'র শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি অথবা অংশগ্রহণকারী কমি গঠিত হইবার পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা উপ-বিধি (৮) ও (৯) অনুযায়ী নিরাপত্তা কমিটি'র শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবে।

১১. শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত হইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মালিক তাহার প্রতিনিধিদের মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং এইরূপ মনোনয়ন প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভাপতি নিরাপত্তা কমিটি'র সহ-সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনাক্রমে নিরাপত্তা কমিটি'র প্রথম সভা আহ্বান করিবেন।

১২. কমিটি'র প্রথম সভা অনুষ্ঠানের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সভাপতি নিরাপত্তা কমিটি গঠনের বিষয়টি লিখিতভাবে মহাপরিদর্শককে অবিহিত করিবেন।

১৩. কোনো প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা শ্রমিক থাকিলে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা প্রতিনিধি মনোনীত করিতে হইবে।

১৪. যদি কোনো কারণে নিরাপত্তা কমিটি কারখানা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে তবে কমিটি উক্তরূপ মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

## বিধি

৮২। **নিরাপত্তা কমিটি'র পদ শূন্য নিরাপত্তা হওয়া ও শূন্য পদ পূরণ**

১. কমিটি গঠনের পরবর্তীতে কোনো সদস্যের পদত্যাগ, চাকরি হইতে অবসর, চাকরি ত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে সদস্য পদ শূন্য ঘোষিত হইলে নিরাপত্তা কমিটি'র কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থনক্রমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিক প্রতিনিধি শ্রমিকগণের মধ্য হইতে এবং মালিক প্রতিনিধি মালিকদ্বারা মনোনীত প্রতিনিধি হইবেন।

২. নিরাপত্তা কমিটি'র কোনো সদস্য পদে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটিলে পরিবর্তন হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শককে অবহিত করিতে হইবে।

## বিধি

৮৩। **নিরাপত্তা কমিটি'র মেয়াদ**

নিরাপত্তা কমিটি'র মেয়াদ হইবে নিরাপত্তা কমিটি'র প্রথম সভার তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর।

## বিধি

৮৪। **বিশেষ বিধান**

৫০ (পঞ্চাশ) জনের কম শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন এমন কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে এই বিধি অনুসরণ করিতে পারিবে।

## বিধি

৮৫। **নিরাপত্তা কমিটি'র কার্যপরিধি**

**দায়-দায়িত্ব ও এখতিয়ার :** নিরাপত্তা কমিটি তফসিল-৪ এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে।

## ধারা ৯১। ধৌতকরণ সুবিধা

১. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে-

(ক) উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত গোসলখানা ও ধৌতকরণের সুবিধা এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(খ) উক্তরূপ সুবিধাদি পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকগণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে হইবে, এবং উহা যথাযথভাবে পর্দাঘেরা থাকিবে।

(গ) উক্তরূপ সুবিধাদি সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং সহজে গমনযোগ্য হইতে হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উক্তরূপ সুবিধাদির মান নির্ধারণ করিতে পারিবে।

## বিধি

৮৬। **ধৌতকরণ সুবিধা**

১. ধারা ৯১ অনুযায়ী শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ও যথোপযুক্ত গোসলখানা ও ধৌতকরণ সুবিধার ব্যবস্থা থাকিবে এবং উহা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

২. পর্যাপ্ত পরিমাণ সাবান, জীবাণুনাশক, প্রযোজ্যক্ষেত্রে নখের ব্রাশ বা নখ পরিষ্কার করিবার অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি ধৌতকরণ সুবিধার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং এই সব সুবিধা সহজলভ্য, পরিচ্ছন্ন এবং সুবিন্যস্তভাবে রাখিতে হইবে।

৩. ধারা ৯১ (১) (ক) অনুযায়ী গোসলখানা বলিতে নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি বুঝাইবে, যথা :

(ক) যে কর্মপ্রক্রিয়ার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রমিকের সম্পূর্ণ শরীর ধৌতকরণের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং না করিলে নিজের স্বাস্থ্যহানি এবং অন্যদের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে সেই ধরনের কর্মক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথকভাবে প্রথম ২৫ (পঁচিশ) জনের জন্য কমপেক্ষে ২টি গোসলখানা থাকিবে ও পরবর্তী প্রতি ৫০ (পঞ্চাশ) জনের জন্য ১টি করিয়া গোসলখানা থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পূর্বের বিধান অনুযায়ী ধৌতকরণ সুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে উহা বলবৎ থাকিবে;

(খ) পূর্বোক্ত বিধানের সাধারণত্ব ক্ষুণ্ন না করিয়া গোসলখানা সুবিধার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(অ) অন্যূন ০.৬০ মিটার পর পর ট্যাপ বা জেন যুক্ত একটি ট্রাফ;

(আ) ট্যাপযুক্ত ওয়াশ বেসিন;

(ই) খাড়া নলের উপর ট্যাপ;

(ঈ) ট্যাপ নিয়ন্ত্রিত ঝরনা; এবং

(উ) ঝরনাকৃতি গোলাকার ট্রাফ :

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক শ্রমিকদের প্রয়োজন এবং অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কী অনুপাতে উপরি-উক্ত সুবিধাদি স্থাপন করা হইবে উহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

৪. প্রত্যেকটি ট্রাফ বেসিনের উপরিভাগ অভেদ্য এবং মসৃণ হইতে হইবে এবং উহাতে ময়লা পানি বাহির হইবার পাইপ ও ফ্লাস সংযুক্ত থাকিবে।

৫. প্রত্যেক ট্রাফ, ট্যাপ, ওয়াশ-বেসিন, খাড়া নল এবং ঝরনা সম্বলিত স্থানের মেঝে বা পরিপাশ এমনভাবে স্থাপন বা সঞ্চিত থাকিবে যেন মসৃণ অভেদ্য উপরিভাগ বিশিষ্ট হয় এবং পর্যাপ্তভাবে পানি নিষ্কাশিত হয়।

৬. আসবাবপত্র, বাসন-কোসন এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৭. ক্যান্টিনে সকল খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে সংরক্ষণ ও পরিবেশন করিতে হইবে যাহাতে কোনো প্রকার মশা মাছি এবং ধুলাবালির সংস্পর্শে না আসে অথবা কোনোভাবে দূষিত হইতে না পারে।

৮. ক্যান্টিন সার্ভিস কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হইলে, উহার উপরিভাগ মসৃণ এবং অভেদ্য পদার্থ দ্বারা তৈরি হইতে হইবে।

৯. ক্যান্টিনে পর্যাপ্ত গরম পানির সরবরাহসহ বাসন-কোসন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ধৌত করিবার জন্য উপযুক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

## ধারা ৯২। ক্যান্টিন

১ যে প্রতিষ্ঠানে সাধারণত একশত জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন সে প্রতিষ্ঠানে তাহাদের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ক্যান্টিন থাকিবে।

২ সরকার বিধি দ্বারা-

(ক) কোনো ক্যান্টিনের নির্মাণ, স্থান সংস্থান, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামের মান নির্ধারণ করিবে;

(খ) ক্যান্টিনের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং উহার ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের জন্য বিধান করিতে পারিবে।

(৩) ক্যান্টিনে কী ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা হইবে এবং উহার মূল্য কত হইবে তাহা উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্ধারণ করিবে।

## ধারা ৯৩। বিশ্রাম কক্ষ, ইত্যাদি

১. সাধারণত পঞ্চাশ জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট এবং উপযুক্ত সংখ্যক বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে আনীত খাবার খাইতে পারেন সেই জন্য পান করার পানির ব্যবস্থাসহ একটি উপযুক্ত খাবার কক্ষেরও ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯২ এর অধীন সংরক্ষিত কোনো ক্যান্টিন এই উপ-ধারার অধীন প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, যে প্রতিষ্ঠানে কোনো খাবার কক্ষ বিদ্যমান, সেখানে শ্রমিকগণ তাহার কর্ম-কক্ষে বসিয়া কোনো খাবার খাইতে পারিবেন না।

২. উক্ত বিশ্রাম কক্ষ এবং খাবার কক্ষ যথেষ্টভাবে আলোকিত এবং বায়ু সম্বলিত হইতে হইবে এবং পরিষ্কার ও সহনীয় তাপমাত্রায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

৩. যে সকল প্রতিষ্ঠানে ২৫ জনের অধিক মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত থাকিবেন সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে ২৫ জনের কম মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত থাকিবেন সেখানে বিশ্রাম কক্ষে পৃথক পর্দা ঘেরা জায়গায় ব্যবস্থা থাকিবে।

## বিধি

**৯৩। বিশ্রাম কক্ষ এবং খাবার কক্ষের মান**

আশ্রয় বা বিশ্রাম কক্ষ এবং খাবার কক্ষের নকশা, মান ও আকার মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্তপরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

## ধারা ৯৪। শিশু কক্ষ

১. সাধারণত চল্লিশ বা ততোধিক মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত আছেন- এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাহাদের ছয় বৎসরের কম বয়সি শিশু সন্তানগণের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত কক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

২. উক্তরূপ কোনো কক্ষে যথেষ্ট স্থান সংস্থান, আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে, এবং উহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং কক্ষটি শিশুদের পরিচর্যার জন্য অভিজ্ঞ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলার তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

৩. উক্ত রূপ কক্ষ শিশুদের মায়েদের জন্য সহজগম্য হইতে হইবে, এবং যুক্তিসংগতভাবে যতদূর সম্ভব উহা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো অংশের সংলগ্ন বা নিকটে অবস্থিত হইবে না যেখান হইতে বিরক্তিকর ধোঁয়া, ধুলাবালি বা গন্ধ নির্গত হয়, অথবা যেখানে অতিমাত্রায় শব্দপূর্ণ কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

৪. উক্তরূপ কক্ষ মজবুতভাবে নির্মাণ করিতে হইবে, এবং ইহার সকল দেওয়ালে ও ছাদে উপযুক্ত তাপ প্রতিরোধক বস্তু থাকিতে হইবে, এবং ইহা পানি-রোধক হইতে হইবে।

৫. উক্তরূপ কক্ষের উচ্চতা মেঝে হইতে ছাদের সর্বনিম্ন অংশ পর্যন্ত ৩৬০ সেন্টিমিটারের নীচে হইবে না, এবং উহাতে অবস্থানরত প্রত্যেক শিশুর জন্য মেঝের পরিমাণ হইবে কমপক্ষে ৬০০ বর্গসেন্টিমিটার।

৬. উক্তরূপ কোনো কক্ষের প্রত্যেক অংশের জন্য প্রচুর আলো-বাতাস ও মুক্ত বায়ু সঞ্চালনের উপযুক্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৭. উক্তরূপ কোনো কক্ষ যথেষ্ট আসবাবপত্র দ্বারা সজ্জিত থাকিবে এবং বিশেষ করিয়া প্রত্যেক শিশুর জন্য বিছানাসহ একটি খাট বা দোলনা থাকিবে, এবং প্রত্যেক শিশুর জন্য বিছানাসহ একটি খাট বা দোলনা থাকিবে, এবং প্রত্যেক মা যখন শিশুকে দুধ পান করাইবেন বা পরিচর্যা করিবেন, তখন তাহার ব্যবহারের জন্য অন্তত একটি চেয়ার বা এই প্রকারের কোন আসন থাকিতে হইবে, এবং তুলনামূলকভাবে বয়স্ক শিশুদের জন্য যথেষ্ট ও উপযুক্ত খেলনার সরবরাহ থাকিতে হইবে।

৮. তুলনামূলকভাবে বয়স্ক শিশুদের জন্য একটি উপযুক্ত ঘেরা দেওয়া ছায়াময় উন্মুক্ত খেলার মাঠ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শকলিখিত আদেশ দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানকে এই উপ-ধারার বিধান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্তরূপ খেলার মাঠ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট জায়গা নাই।

## বিধি

৯৪। **শিশু কক্ষ**

১. শিশু কক্ষ বা স্বতন্ত্র শিশু ভবনের জন্য নির্মিতব্য বা অভিযোজিতব্য ভবনের নকশা, মান এবং অবস্থান মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

২. দুগ্ধদানকারী মায়েরা যাহাতে নিরাপদে ও শালীনতা বজায় রাখিয়া শিশুদের দুগ্ধ পান করাইতে পারেন এমন স্বতন্ত্র একটি কক্ষ অথবা পর্দাঘেরা একটি স্থান থাকিতে হইবে।

৩. শিশু কক্ষের মেঝে এবং মেঝে হইতে ১.২২ মিটার পর্যন্ত অভ্যন্তরের দেওয়াল এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা মসৃণ এবং অভেদ্য উপরিতল বিশিষ্ট হয়।

৪. শিশু কক্ষে থাকা প্রতিটি শিশুর জন্য প্রতিদিন ০.২৫ লিটার দুধ এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করিতে হইবে।

৫. শিশু কক্ষের কর্মচারীদের শিশু কক্ষে কর্তব্যরত থাকাকালীন ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক সরবরাহ করিতে হইবে।

৬. শিশু কক্ষে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

## বিধি

৯৫। **ধৌতকরণ সুবিধা**

১. শিশু কক্ষে অথবা উহার সংলগ্ন স্থানে শিশুদের ধোয়ামোছা এবং পোশাক পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত ধৌতকরণ কক্ষের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২. ধৌতকরণ কক্ষ নিম্নবর্ণিত মানসম্পন্ন হইবে, যথা :

(ক) মেঝে এবং ১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ দেয়াল এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা মৃসণ এবং অভে উপরিতল বিশিষ্ট হয়;

(খ) কক্ষটি পর্যাপ্ত আলোকিত এবং বায়ু চলাচল ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবে এবং মেঝের সহিত কার্যকর নর্দমার ব্যবস্থা থাকিবে এবং এটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি রাখিতে হইবে;

(গ) একই সময়ে ব্যবহারোপযোগী প্রতি ৫ (পাঁচ) জন শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহসহ বেসিন বা অনুরূপ পাত্র রাখিতে হইবে এবং বাস্তবসম্মত হইলে ট্যাপের মাধ্যমে প্রতি শিশুর জন্য মাথাপিছু দৈনিক অন্যূন ৫ (পাঁচ) লিটার পানি সরবরাহ করিতে হইবে; এবং

(ঘ) প্রতিটি শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়, সাবান এবং তোয়ালে রাখিতে হইবে।

**ধারা ৯৫। চা-বাগানে বিনোদন ও শিক্ষার সুবিধা** সরকার চা-বাগান সম্পর্কে-

১. বিধি প্রণয়ন করিয়ে উহার প্রত্যেক মালিককে সেখানে নিযুক্ত শ্রমিকগণ এবং তাহাদের শিশু সন্তানগণের জন্য বিধিতে উল্লিখিত বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

২. যে ক্ষেত্রে কোনো চা-বাগানের শ্রমিকগণের ছয় হইতে বারো বছর বয়সি শিশু সন্তানগণের সংখ্যা পঁচিশ এর উপরে হয় সে ক্ষেত্রে, বিধি প্রণয়ন করিয়া উহার মালিককে, বিধিতে উল্লিখিত প্রকারে এবং মানের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ এর ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩. প্রতিটা চা-বাগানে শ্রমিকদের এবং তাহাদের সন্তানদের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

## বিধি

৯৬। **চা-বাগানে বিভিন্ন সুযোগ ও সুবিধা**

চা বাগানে তফসিল-৫ অনুযায়ী বিনোদন, শিক্ষা, চিকিৎসা, গৃহায়ণ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ বিভিন্ন সুযোগ ও সুবিধাদি নিশ্চিত করিতে হইবে।

## বিধি

৯৭। **সংবাদপত্র শ্রমিকের জন্য চিকিৎসা পরিচর্যা**

১. ধারা ৯৮ অনুযায়ী প্রত্যেক প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী এবং তাহাদের উপর নির্ভরশীলগণের জন্য প্রতিষ্ঠানের খরচে ইনডোর ও আউটডোর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংবাদপত্র শ্রমিক-কর্মচারী চিকিৎসার ক্ষেত্রে ২ (দুই) লক্ষ টাকা এবং তাহাদের উপর নির্ভরশীলগণের চিকিৎসার সীমা ১ (এক) লক্ষ টাকার অধিক হইবে না।

২. সংবাদপত্রসহ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রত্যেক মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারীকে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা বৎসরে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

৩. যেক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মালিক কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসা সুবিধা পর্যাপ্ত না থাকে সেই ক্ষেত্রে, শ্রমিক-কর্মচারী তাহার মালিকের নিকট হইতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে উপযুক্ত কোনো হাসপাতাল হইতে মালিকের খরচে চিকিৎসা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪. কোনো সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার শ্রমিক-কর্মচারী পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনার পতিত হইয়া জখম বা আহত হইলে বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হইলে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত মালিক তাহার সম্পূর্ণ চিকিৎসা খরচ বহন করিবেন।

## বিধি

৯৮। **বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ**

১২. ধারা ৯৯ প্রযোজ্য হয় এমন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রমিক এর জন্য গ্রুপ বীমা চালু করিবেন।

১৩. গ্রুপ বীমা শ্রমিকের মৃত্যু এবং স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৪. উক্ত বীমা ব্যবস্থা চালু করিবার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনো প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানির সহিত মালিক চুক্তি করিতে পারিবেন।

১৫. বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়াম মালিক পরিশোধ করিবেন এবং এইজন্য শ্রমিকের মজুরি হইতে কোনো কর্তন করা যাইবে না।

১৬. চাকরিরত অবস্থায় যেকোনো কারণেই শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে শ্রমিকের মনোনীত ব্যক্তিকে বা আইনগত উত্তরাধিকারীকে উক্ত বীমার অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

১৭. বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়াম ও বীমার অর্থ আয়কর মুক্ত হইবে।

১৮. বীমা হইতে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা আইন ও এই বিধিমালার অন্যত্র প্রদত্ত আর্থিক প্রাপ্যতার বিকল্প হইবে না।

## বিধি

৯৯। **দৈনিক কর্মঘণ্টা**

১. অন্যত্র ভিন্নতর যাচাই কিছু থাকুন না কেন, প্রাপ্তবয়স্ক কোনো শ্রমিকের দৈনিক কর্মঘণ্টা হইবে আহার এবং বিশ্রামের বিরতি ব্যতীত ৮ (আট) ঘণ্টা:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১০৮ এর বিধান মোতাবেক অধিকাল ভাতা প্রদান সাপেক্ষে শ্রমিককে দিনে ১০ (দশ) ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিকের সম্মতি থাকিতে হইবে এবং অধিকাল কাজ আরম্ভ হইবার কমপক্ষে দুই ঘণ্টা পূর্বে তাহাকে অবহিত করিতে হইবে

**ধারা ৯৬। চা বাগানে গৃহায়ন সুবিধা-** প্রত্যেক চা বাগানের মালিক চা বাগানে বসবাসরত প্রত্যেক শ্রমিক এবং তাহার পরিবারের জন্য গৃহায়নের সুবিধার ব্যবস্থা করিবেন।

**৯৭। চা বাগানের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইত্যাদি, প্রাপ্তির সুবিধা-** চা বাগানের প্রত্যেক মালিক তাহার শ্রমিকগণের জন্য সহজগম্য স্থানে তাহাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় জিনিস প্রাপ্তির সুবিধার ব্যবস্থা করিবেন।

**৯৮। সংবাদপত্র শ্রমিকের জন্য চিকিৎসা পরিচর্যা-** প্রত্যেক সংবাদপত্র শ্রমিক এবং তাহার উপর নির্ভরশীলগণ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের খরচে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় ও পরিমাণে চিকিৎসা পরিচর্যা পাইবার অধিকারী হইবেন।

ব্যাখ্যা: এই ধারার প্রয়োজনে "নির্ভরশীল" বলিতে কোনো সংবাদপত্র শ্রমিকের স্বামী অথবা স্ত্রী, বিধবা মা, আতুর পিতা-মাতা এবং বৈধ পুত্র ও কন্যাকে বুঝাইবে, যাহারা উক্ত শ্রমিকের সহিত বসবাস করেন এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

**৯৯। বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ-** যেসকল প্রতিষ্ঠানের অন্যূন ২০০ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত আছেন, সেখানে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রুপে বীমা চালু করিতে পারিবে।

**কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর**
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র
'তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people

International Labour Organization